ষোড়শ অধ্যায়

ভগবানের সঙ্গে রাজা চিত্রকেতুর সাক্ষাৎকার

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, চিত্রকেতু তাঁর মৃত পুত্রের মুখে তত্ত্ব-উপদেশ শ্রবণ করে যখন শোকমুক্ত হয়েছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ তাঁকে মন্ত্র দান করেন। সেই মন্ত্র জপ করে চিত্রকেতু সঙ্কর্ষণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেন।

জীবাত্মা নিত্য, তাই তার জন্ম-মৃত্যু নেই (ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে)। জীব কর্মফলের বশে পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, মানুষ, দেবতা প্রভৃতি নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করে। কিছুকালের জন্য সে পিতা অথবা পুত্ররূপে মিথ্যা সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে একটি বিশেষ শরীর লাভ করে। বন্ধু, আত্মীয় অথবা শত্রু প্রভৃতি এই জড় জগতের সম্পর্ক দ্বন্দ্বভাব সমন্বিত; তার ফলে কখনও সে নিজেকে সুখী আবার কখনও দুঃখী বলে মনে করে। জীব প্রকৃতপক্ষে ভগবানের বিভিন্ন অংশ চিন্ময় আত্মা। তার সেই নিত্য স্বরূপে এই সমস্ত অনিত্য সম্পর্ক না থাকায়, তার জন্য শোক করা কর্তব্য নয়। তাই নারদ মুনি চিত্রকেতুকে তাঁর তথাকথিত পুত্রের মৃত্যুতে শোক না করতে উপদেশ দিয়েছেন।

তাঁদের মৃত পুত্রের মুখে এই তত্ত্ব-উপদেশ শ্রবণ করে চিত্রকেতু এবং তাঁর পত্নী বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই জড় জগতে সমস্ত সম্পর্কই দুঃখের কারণ। যে মহিষীরা কৃতদ্যুতির পুত্রকে বিষ প্রদান করেছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন। তাঁরা শিশুহত্যা-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন এবং পুত্রকামনা পরিত্যাগ করেছিলেন। তারপর নারদ মুনি চতুর্ব্যূহাত্মক নারায়ণী স্তব করে চিত্রকেতুকে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ এবং প্রকৃতির প্রভু ভগবান সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেছিলেন। এইভাবে রাজা চিত্রকেতুকে উপদেশ দেওয়ার পর তিনি ব্রহ্মলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এই ভগবৎ-তত্ত্ব উপদেশের নাম মন্ত্রবিদ্যা। রাজা চিত্রকেতু নারদ মুনি কর্তৃক দীক্ষিত হয়ে মন্ত্রবিদ্যা জপ করেছিলেন এবং সাতদিন পর চতুঃসন পরিবৃত সঙ্কর্ষণের দর্শন লাভ করেছিলেন। ভগবান সঙ্কর্ষণ নীলাম্বর পরিহিত, স্বর্ণমুকুট এবং অলঙ্কারে বিভূষিত ছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল অত্যন্ত প্রসন্ন ছিল। তাঁকে দর্শন করে চিত্রকেতু তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে স্তব করতে শুরু করেছিলেন।

চিত্রকেতু তাঁর প্রার্থনায় বলেছিলেন যে, সঙ্কর্ষণের রোমকূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করে। তিনি অসীম এবং তাঁর কোন আদি ও অন্ত নেই। ভগবানের ভক্তেরা জানেন যে, তিনি অনাদি। ভগবান এবং দেব-দেবীদের উপাসনার পার্থক্য এই যে, যাঁরা ভগবানের আরাধনা করেন, তাঁরা নিত্যত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু দেব-দেবীদের কাছ থেকে যে আশীর্বাদ লাভ হয়, তা অনিত্য। ভগবানের ভক্ত না হলে ভগবানকে জানা যায় না।

চিত্রকেতুর প্রার্থনা সমাপ্ত হলে, ভগবান স্বয়ং চিত্রকেতুর কাছে তাঁর নিজের তত্ত্ব বিশেষভাবে বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ
অথ দেবঋষী রাজন্ সম্পরেতং নৃপাত্মজম্ ।
দর্শয়িত্বেতি হোবাচ জ্ঞাতীনামনুশোচতাম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—এইভাবে; **দেব-ঋষিঃ**—দেবর্ষি নারদ; **রাজন্**—হে রাজন্; **সম্পরেতম্**—মৃত; **নৃপ-আত্মজম্**—রাজপুত্রকে; **দর্শয়িত্বা**—প্রত্যক্ষ-গোচর করিয়ে; **ইতি**—এইভাবে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **জ্ঞাতীনাম্**—সমস্ত আত্মীয়স্বজনদের; **অনুশোচতাম্**—যাঁরা শোক করছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবর্ষি নারদ যোগবলে মৃত রাজপুত্রকে শোকাকুল আত্মীয়স্বজনদের প্রত্যক্ষগোচর করিয়ে বলেছিলেন।

শ্লোক ২

শ্রীনারদ উবাচ
জীবাত্মন্ পশ্য ভদ্রং তে মাতরং পিতরং চ তে ।
সুহৃদো বান্ধবাস্তপ্তাঃ শুচা ত্বৎকৃতয়া ভৃশম্ ॥ ২ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **জীব-আত্মন্**—হে জীবাত্মা; **পশ্য**—দেখ; **ভদ্রম্**—মঙ্গল; **তে**—তোমার; **মাতরম্**—মাতা; **পিতরম্**—পিতা; **চ**—এবং; **তে**—

তোমার; **সুহৃদঃ**—বন্ধু; **বান্ধবাঃ**—আত্মীয়স্বজন; **তপ্তাঃ**—সন্তপ্ত; **শুচা**—শোকের দ্বারা; **ত্বৎ-কৃতয়া**—তোমার জন্য; **ভৃশম্**—অত্যন্ত।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—হে জীবাত্মা, তোমার মঙ্গল হোক। তোমার শোকে অত্যন্ত পরিতপ্ত তোমার মাতা-পিতা, সুহৃদ ও আত্মীয়স্বজনদের দর্শন কর।

শ্লোক ৩

কলেবরং স্বমাবিশ্য শেষমায়ুঃ সুহৃদ্বৃতঃ ।
ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ পিতৃপ্রত্তানধিতিষ্ঠ নৃপাসনম্ ॥ ৩ ॥

কলেবরম্—দেহ; **স্বম্**—তোমার নিজের; **আবিশ্য**—প্রবেশ করে; **শেষম্**—অবশিষ্ট; **আয়ুঃ**—আয়ু; **সুহৃৎ-বৃতঃ**—তোমার বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন দ্বারা পরিবৃত হয়ে; **ভুঙ্ক্ষ্ব**—ভোগ কর; **ভোগান্**—ভোগ করার সমস্ত ঐশ্বর্য; **পিতৃ**—তোমার পিতার দ্বারা; **প্রত্তান্**—প্রদত্ত; **অধিতিষ্ঠ**—গ্রহণ কর; **নৃপ-আসনম্**—রাজসিংহাসন।

অনুবাদ

যেহেতু তোমার অকালমৃত্যু হয়েছে, তাই তোমার আয়ু এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। অতএব তুমি পুনরায় তোমার দেহে প্রবেশ করে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল ভোগ কর। তোমার পিতৃপ্রদত্ত রাজসিংহাসন এবং সমস্ত ঐশ্বর্য গ্রহণ কর।

শ্লোক ৪

জীব উবাচ

কস্মিঞ্জন্মন্যমী মহ্যং পিতরো মাতরোঽভবন্ ।
কর্মভির্ভ্রাম্যমাণস্য দেবতির্যঙ্নৃযোনিষু ॥ ৪ ॥

জীবঃ উবাচ—জীবাত্মা বললেন; **কস্মিন্**—কোন; **জন্মনি**—জন্মে; **অমী**—সেই সব; **মহ্যম্**—আমাকে; **পিতরঃ**—পিতাগণ; **মাতরঃ**—মাতাগণ; **অভবন্**—ছিল; **কর্মভিঃ**—কর্মের দ্বারা; **ভ্রাম্যমাণস্য**—আমি ভ্রমণ করছি; **দেব-তির্যক্**—দেবতা এবং নিম্নস্তরের পশুদের; **নৃ**—এবং মনুষ্য; **যোনিষু**—যোনিতে।

অনুবাদ

নারদ মুনির যোগবলে জীবাত্মা কিছুকালের জন্য তাঁর মৃত শরীরে পুনঃপ্রবেশ করে, নারদ মুনির অনুরোধের উত্তরে বলেছিলেন—আমি আমার কর্মের ফলে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হচ্ছি। কখনও দেবযোনিতে, কখনও নিম্নস্তরের পশুযোনিতে, কখনও বৃক্ষলতারূপে এবং কখনও মনুষ্য-যোনিতে ভ্রমণ করছি। অতএব, কোন্ জন্মে এঁরা আমার মাতা-পিতা ছিলেন? প্রকৃতপক্ষে কেউই আমার মাতা-পিতা নন। আমি কিভাবে এই দুই ব্যক্তিকে আমার পিতা এবং মাতারূপে গ্রহণ করতে পারি?

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে, জীবাত্মা জড়া প্রকৃতির পাঁচটি স্থূল উপাদান (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ) এবং তিনটি সূক্ষ্ম উপাদান (মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার) দ্বারা নির্মিত একটি যন্ত্রসদৃশ জড় দেহে প্রবেশ করে। ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পরা এবং অপরা নামক দুটি প্রকৃতি রয়েছে, যা ভগবানের প্রকৃতি। জীব তার কর্মফল অনুসারে বিভিন্ন প্রকার দেহে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়।

এই জন্মে জীবাত্মাটি মহারাজ চিত্রকেতু এবং রাণী কৃতদ্যুতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছে, কারণ প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সে রাজা এবং রাণীর দ্বারা নির্মিত শরীরে প্রবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তাদের সন্তান নয়। জীবাত্মা ভগবানের সন্তান এবং যেহেতু সে জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়, তাই ভগবান তাকে বিভিন্ন জড় শরীরে প্রবেশ করার মাধ্যমে তার সেই বাসনা পূর্ণ করার সুযোগ দিয়েছেন। জড় দেহের পিতা-মাতার কাছ থেকে জীব যে জড় দেহ প্রাপ্ত হয়, তার সঙ্গে তার বাস্তবিক কোন সম্পর্ক নেই। সে ভগবানের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু তাকে বিভিন্ন শরীরে প্রবেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তথাকথিত পিতা-মাতার দ্বারা সৃষ্ট দেহটির সঙ্গেও তথাকথিত স্রষ্টাদের প্রকৃতপক্ষে কোন সম্পর্ক নেই। তাই জীবাত্মাটি মহারাজ চিত্রকেতু এবং তাঁর পত্নীকে তার পিতা এবং মাতারূপে গ্রহণ করতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছে।

শ্লোক ৫

বন্ধুজ্ঞাত্যরিমধ্যস্থমিত্রোদাসীনবিদ্বিষঃ ।
সর্ব এব হি সর্বেষাং ভবন্তি ক্রমশো মিথঃ ॥ ৫ ॥

বন্ধু—সখা; **জ্ঞাতি**—কুটুম্ব; **অরি**—শত্রু; **মধ্যস্থ**—নিরপেক্ষ; **মিত্র**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **উদাসীন**—উদাসীন; **বিদ্বিষঃ**—ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি; **সর্বে**—সকলেই; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **সর্বেষাম্**—সকলের; **ভবন্তি**—হয়; **ক্রমশঃ**—ক্রমশ; **মিথঃ**—পরস্পরের।

অনুবাদ

সমস্ত জীবদের নিয়ে নদীর মতো প্রবহমান এই জড় জগতে সকলেই কালের প্রভাবে পরস্পরে বন্ধু, আত্মীয়, শত্রু, নিরপেক্ষ, মিত্র, উদাসীন, বিদ্বেষী আদি বহু সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। এই সমস্ত সম্পর্ক সত্ত্বেও কেউই প্রকৃতপক্ষে কারও সঙ্গে নিত্য সম্পর্কে সম্পর্কিত নয়।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে আমাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই, আজ যে বন্ধু কাল সে শত্রুতে পরিণত হয়। শত্রু অথবা মিত্র, আপন অথবা পর, আমাদের এই সম্পর্কগুলি প্রকৃতপক্ষে আমাদের বিভিন্ন প্রকার আদান-প্রদানের ফল। মহারাজ চিত্রকেতু তাঁর মৃত পুত্রের জন্য শোক করছিলেন, কিন্তু তিনি এই পরিস্থিতিটি অন্যভাবে বিচার করতে পারতেন। তিনি ভাবতে পারতেন, "এই জীবাত্মাটি পূর্ব জীবনে আমার শত্রু ছিল, এবং এখন আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে আমাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য অসময়ে প্রয়াণ করছে।" তিনি বিবেচনা করেননি যে, তাঁর মৃত পুত্রটি ছিল তাঁর পূর্বেকার শত্রু এবং কেন একজন শত্রুর মৃত্যুতে তিনি শোকগ্রস্ত হওয়ার পরিবর্তে আনন্দিত হননি? ভগবদ্গীতায় (৩/২৭) বলা হয়েছে, *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*—প্রকৃতপক্ষে জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে সব কিছু ঘটছে। তাই সত্ত্বগুণের প্রভাবে যে আজ আমার বন্ধু, কাল সে রজ এবং তমোগুণের প্রভাবে আমার শত্রুতে পরিণত হতে পারে। জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রকার আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অন্যদের বন্ধু, শত্রু, পুত্র অথবা পিতা বলে মনে করি।

শ্লোক ৬

যথা বস্তূনি পণ্যানি হেমাদীনি ততস্ততঃ ।
পর্যটন্তি নরেষ্বেবং জীবো যোনিষু কর্তৃষু ॥ ৬ ॥

যথা—যেমন; **বস্তূনি**—বস্তু; **পণ্যানি**—ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য; **হেমাদীনি**—স্বর্ণের মতো; **ততঃ ততঃ**—এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়; **পর্যটন্তি**—পরিভ্রমণ করে; **নরেষু**—মানুষদের মধ্যে; **এবম্**—এইভাবে; **জীবঃ**—জীব; **যোনিষু**—বিভিন্ন যোনিতে; **কর্তৃষু**—বিভিন্ন পিতারূপে।

অনুবাদ

স্বর্ণ আদি ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বস্তু যেমন একজনের কাছ থেকে আর এক জনের কাছে স্থানান্তরিত হয়, তেমনই জীব তার কর্মফলের প্রভাবে একের পর এক বিভিন্ন প্রকার পিতার দ্বারা বিভিন্ন যোনিতে সঞ্চারিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পরিভ্রমণ করছে।

তাৎপর্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চিত্রকেতুর পুত্র পূর্ব জীবনে রাজার শত্রু ছিল এবং এখন তাঁকে গভীর বেদনা দেওয়ার জন্য তাঁর পুত্ররূপে এসেছে। বস্তুতই, পুত্রের অকাল মৃত্যু পিতার শোকের কারণ হয়। কেউ হয়তো বলতে পারে, "চিত্রকেতুর পুত্র যদি সত্যিই তাঁর শত্রু হয়ে থাকে, তা হলে রাজা তার প্রতি এত স্নেহাসক্ত হলেন কি করে?" তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, শত্রুর ধন নিজের ঘরে এলে, সেই ধন বন্ধুতে পরিণত হয়। তখন তা নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করা যায়। এমন কি সেই ধন যে শত্রুর কাছ থেকে এসেছে, তারই ক্ষতিসাধন করার জন্য ব্যবহার করা যায়। অতএব ধন এই পক্ষ বা ঐপক্ষ কোন পক্ষেরই নয়। ধন সর্বদাই ধন, কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তা শত্রু এবং মিত্ররূপে ব্যবহার করা যায়।

ভগবদ্গীতায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কোন পিতা বা মাতা থেকে কোন জীবের জন্ম হয় না। জীব তথাকথিত পিতা-মাতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা। প্রকৃতির নিয়মে জীব কোন পিতার বীর্যে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়, এবং তারপর মাতার গর্ভে তা প্রবিষ্ট হয়। পিতা-মাতা মনোনয়নের ব্যাপারে তার কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি*—প্রকৃতির নিয়ম তাকে বিভিন্ন পিতা এবং মাতার কাছে যেতে বাধ্য করে, ঠিক যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পণ্যবস্তু বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে যায়। তাই পিতা-পুত্রের তথাকথিত সম্পর্ক প্রকৃতির আয়োজন। তার কোন অর্থ নেই এবং তাই তাকে বলা হয় মায়া।

সেই জীবাত্মা কখনও কখনও পশু পিতা-মাতা আবার কখনও মানুষ পিতা-মাতার আশ্রয় গ্রহণ করে। কখনও সে পক্ষী পিতা-মাতার আশ্রয় গ্রহণ করে,

কখনও সে দেবতা পিতা-মাতার আশ্রয় গ্রহণ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

প্রকৃতির নিয়মে বার বার হয়রানি হতে হতে জীব ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করে। কোন ভাগ্যে যদি সে ভগবদ্ভক্তের সান্নিধ্যে আসে, তা হলে তার জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়। তখন জীব তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যায়। তাই বলা হয়েছে—

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে, ভজহ হিয়ায় ॥

মানুষ, পশু, বৃক্ষ, দেবতা আদি বিভিন্ন যোনিতে দেহান্তরিত হতে হতে আত্মা বিভিন্ন পিতা-মাতা পায়। সেটি খুব একটি কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু সদ্গুরু এবং কৃষ্ণকে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তাই মানুষের কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হলে, সেই সুযোগ তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করা। আধ্যাত্মিক পিতা শ্রীগুরুদেবের পরিচালনায় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

শ্লোক ৭

নিত্যস্যার্থস্য সম্বন্ধো হ্যনিত্যো দৃশ্যতে নৃষু।
যাবদ্যস্য হি সম্বন্ধো মমত্বং তাবদেব হি ॥ ৭ ॥

নিত্যস্য—নিত্য; **অর্থস্য**—বস্তুর; **সম্বন্ধঃ**—সম্পর্ক; **হি**—নিঃসন্দেহে; **অনিত্যঃ**—অনিত্য; **দৃশ্যতে**—দেখা যায়; **নৃষু**—মানব-সমাজে; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **যস্য**—যার; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **সম্বন্ধঃ**—সম্পর্ক; **মমত্বম্**—মমত্ব; **তাবৎ**—ততক্ষণ পর্যন্ত; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

অল্প কিছু সংখ্যক জীব মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং বহু জীব পশু যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যদিও উভয়েই জীব, তবুও তাদের সম্পর্ক অনিত্য। একটি পশু কিছুকালের জন্য কোন মানুষের অধিকারে থাকতে পারে, এবং তারপর সেই পশুটি অন্য কোন মানুষের অধিকারে হস্তান্তরিত হতে পারে। যখন পশুটি

চলে যায়, তখন আর পূর্বের মালিকের তার উপর মমত্ব থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত পশুটি তার অধিকারে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি তার মমত্ব থাকে, কিন্তু পশুটি বিক্রি করে দেওয়ার পরে, সেই মমত্ব শেষ হয়ে যায়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের দৃষ্টান্তটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হওয়া ছাড়াও, এই জীবনেই জীবের মধ্যে যে সম্পর্ক তা অনিত্য। চিত্রকেতুর পুত্রের নাম ছিল হর্ষশোক। জীব অবশ্য নিত্য, কিন্তু যেহেতু সে তার দেহের অনিত্য আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই তার নিত্যত্ব দর্শন করা যায় না। *দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা*—"দেহী আত্মা নিরন্তর এই দেহে কৌমার থেকে যৌবনে এবং যৌবন থেকে বৃদ্ধ অবস্থায় দেহান্তরিত হয়।" অতএব দেহরূপী এই পরিধান অনিত্য। কিন্তু জীব নিত্য। পশু যেমন একজন মালিক থেকে অন্য আর এক মালিকের কাছে হস্তান্তরিত হয়, চিত্রকেতুর পুত্র জীবটিও তেমনই কিছু দিন তাঁর পুত্ররূপে ছিল, কিন্তু অন্য একটি শরীরে দেহান্তরিত হওয়া মাত্রই তাঁর স্নেহের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। পূর্ববর্তী শ্লোকের দৃষ্টান্তটি অনুসারে, কারও হাতে যখন কোন বস্তু থাকে, তখন সে তাকে তার সম্পত্তি বলে মনে করে, কিন্তু যখনই তা অন্যের হাতে হস্তান্তরিত হয়, তৎক্ষণাৎ সেই বস্তু অন্যের সম্পত্তি হয়ে যায়। তখন এর সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক থাকে না; এর প্রতি তার মমত্ব থাকে না এবং তার জন্য সে শোকও করে না।

শ্লোক ৮

এবং যোনিগতো জীবঃ স নিত্যো নিরহঙ্কৃতঃ ।
যাবদ্যত্রোপলভ্যেত তাবৎ স্বত্বং হি তস্য তৎ ॥ ৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **যোনি-গতঃ**—কোন বিশেষ যোনিতে গিয়ে; **জীবঃ**—জীব; **সঃ**—সে; **নিত্যঃ**—নিত্য; **নিরহঙ্কৃতঃ**—দেহ অভিমানশূন্য; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **যত্র**—যেখানে; **উপলভ্যেত**—তাকে পাওয়া যায়; **তাবৎ**—ততক্ষণ পর্যন্ত; **স্বত্বম্**—নিজের বলে ধারণা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তস্য**—তার; **তৎ**—তা।

অনুবাদ

এক জীব যদিও দেহের ভিত্তিতে অন্য জীবের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হয়, তবু সেই সম্পর্ক নশ্বর, কিন্তু জীব নিত্য। প্রকৃতপক্ষে দেহের জন্ম হয় অথবা মৃত্যু হয়,

জীবের হয় না। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, জীবের জন্ম হয়েছে অথবা মৃত্যু হয়েছে। তথাকথিত পিতা-মাতার সঙ্গে জীবের প্রকৃত কোন সম্পর্ক নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ কোন বিশেষ পিতা এবং মাতার পুত্র বলে নিজেকে মনে করে, ততক্ষণ পর্যন্তই সেই পিতা-মাতা প্রদত্ত শরীরের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে। এইভাবে সে ভ্রান্তভাবে নিজেকে তাদের পুত্র বলে মনে করে তাদের প্রতি স্নেহপূর্ণ আচরণ করে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর সেই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। তাই এই সম্পর্কের ভিত্তিতে ভ্রান্তভাবে হর্ষ এবং বিষাদে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

জীব যখন জড় দেহে থাকে, তখন সে ভ্রান্তভাবে তার দেহটিকে তার স্বরূপ মনে করে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তার দেহ এবং তথাকথিত পিতা-মাতার সঙ্গে তার সম্পর্ক ভ্রান্ত অর্থাৎ মায়িক ধারণা। জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে যতক্ষণ পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জীবকে এই মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকতে হয়।

শ্লোক ৯

এষ নিত্যোঽব্যয়ঃ সূক্ষ্ম এষ সর্বাশ্রয়ঃ স্বদৃক্ ।
আত্মমায়াগুণৈর্বিশ্বমাত্মানং সৃজতে প্রভুঃ ॥ ৯ ॥

এষঃ—এই জীব; নিত্যঃ—নিত্য; অব্যয়ঃ—অবিনশ্বর; সূক্ষ্মঃ—অত্যন্ত সূক্ষ্ম (জড় চক্ষুর দ্বারা তাকে দেখা যায় না); এষঃ—এই জীব; সর্ব-আশ্রয়ঃ—বিভিন্ন প্রকার দেহের কারণ; স্বদৃক্—স্বতঃপ্রকাশ; আত্ম-মায়া-গুণৈঃ—ভগবানের মায়ার গুণের দ্বারা; বিশ্বম্—এই জড় জগৎ; আত্মানম্—নিজেকে; সৃজতে—প্রকাশ করেন; প্রভুঃ—প্রভু।

অনুবাদ

জীব নিত্য এবং অবিনশ্বর, কারণ তার আদি নেই এবং অন্ত নেই। তার কখনও জন্ম হয় না অথবা মৃত্যু হয় না। সে সর্বপ্রকার দেহের মূল কারণ, তবু সে কোন দেহের অন্তর্ভুক্ত নয়। জীব এতই মহিমান্বিত যে, সে গুণগতভাবে ভগবানের সমান। কিন্তু যেহেতু সে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাই সে ভগবানের

বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা মোহিত হতে পারে, এবং তার ফলে সে তার বাসনা অনুসারে নিজের জন্য বিভিন্ন প্রকার দেহ সৃষ্টি করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ দর্শন বর্ণিত হয়েছে। জীব ভগবানের মতো নিত্য, কিন্তু জীব এবং ভগবানে ভেদ এই যে, ভগবান মহত্তম, কেউই তাঁর সমান অথবা তাঁর থেকে বড় নয়, কিন্তু জীব অত্যন্ত সূক্ষ্ম বা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে জীবের আয়তন কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগের সমান। ভগবান সর্বব্যাপ্ত (অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্)। তুলনামূলকভাবে জীব যদি সব চাইতে ক্ষুদ্র হয়, তা হলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, সব চাইতে মহৎ কে। পরম মহৎ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং জীব হচ্ছে ক্ষুদ্রতম।

জীবের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, জীব মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। *আত্মমায়াগুণৈঃ*—সে ভগবানের মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে। জীব জড় জগতে তার বদ্ধ জীবনের জন্য দায়ী, এবং তাই তাকে এখানে প্রভু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সে যদি চায় তা হলে সে জড় জগতে আসতে পারে, এবং সে যদি ইচ্ছা করে তা হলে সে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। যেহেতু সে এই জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়, তাই ভগবান তাকে জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে একটি জড় দেহ দান করেছেন। সেই সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) বলেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" ভগবান জীবকে তার বাসনা অনুসারে এই জড় জগৎকে ভোগ করার সুযোগ দেন, কিন্তু তিনি নিজেই মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, জীব যেন তার সমস্ত জড় বাসনা পরিত্যাগ করে সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হয় এবং তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যায়।

জীবাত্মা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। শ্রীল জীব গোস্বামী এই সম্পর্কে বলেছেন যে, জড় বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে দেহের অভ্যন্তরে জীবাত্মাকে খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, যদিও মহাজনদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে, দেহের অভ্যন্তরে জীবাত্মা রয়েছে। জড় দেহ জীবাত্মা থেকে ভিন্ন।

শ্লোক ১০

ন হ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ঃ স্বঃ পরোঽপি বা ।
একঃ সর্বধিয়াং দ্রষ্টা কর্তৃণাং গুণদোষয়োঃ ॥ ১০ ॥

ন—না; হি—বস্তুতপক্ষে; অস্য—জীবাত্মার; অস্তি—রয়েছে; প্রিয়ঃ—প্রিয়; কশ্চিৎ—কেউ; ন—না; অপ্রিয়ঃ—অপ্রিয়; স্বঃ—স্বীয়; পরঃ—অন্য; অপি—ও; বা—অথবা; একঃ—এক; সর্ব-ধিয়াম্—বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধির; দ্রষ্টা—দ্রষ্টা; কর্তৃণাম্—অনুষ্ঠানকারীর; গুণ-দোষয়োঃ—গুণ এবং দোষের, উচিত এবং অনুচিত কর্মের।

অনুবাদ

এই আত্মার কেউই প্রিয় বা অপ্রিয় নয়। সে আপন এবং পরের পার্থক্য দর্শন করে না। সে এক; অর্থাৎ সে শত্রু অথবা মিত্র, শুভাকাঙ্ক্ষী অথবা অনিষ্টকারীর দ্বৈত ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সে কেবল অন্যদের গুণের দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষী।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, জীব গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক, কিন্তু তার মধ্যে সেই গুণগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিমাণে রয়েছে, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন সর্বব্যাপ্ত এবং বিভু। ভগবানের কেউই বন্ধু নয়, শত্রু নয় বা আত্মীয় নয়, তিনি বদ্ধ জীবের অবিদ্যা-জনিত অসৎ গুণের অতীত। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময় এবং অনুকূল, এবং যারা তাঁর ভক্তদের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ, তাদের প্রতি তিনি একটুও প্রসন্ন নন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৯) ভগবান স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন—

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

"আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউই আমার প্রিয় নয় এবং অপ্রিয়ও নয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা স্বভাবতই আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও স্বভাবতই তাঁদের হৃদয়ে অবস্থান করি।" কেউই ভগবানের শত্রু নন অথবা মিত্র নন, কিন্তু যে ভক্ত সর্বদা তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণ। তেমনই, *ভগবদ্গীতায়* অন্যত্র (১৬/১৯) ভগবান বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

"সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি।" ভগবদ্ভক্তদের প্রতি যারা বিদ্বেষ-পরায়ণ, ভগবান তাদের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ। তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য ভগবান কখনও কখনও এই ভক্ত বিদ্বেষীদের সংহার করেন। যেমন, প্রহ্লাদ মহারাজকে রক্ষা করার জন্য তিনি হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেছিলেন। ভগবানের হস্তে নিহত হওয়ার ফলে, হিরণ্যকশিপু অবশ্যই মুক্তি লাভ করেছিল। ভগবান যেহেতু সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী, তাই তিনি তাঁর ভক্তের শত্রুদের কার্যকলাপেরও সাক্ষী হয়ে তাদের দণ্ডদান করেন। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি কেবল জীবদের কর্মকলাপের সাক্ষী থেকে তাদের পাপ অথবা পুণ্যকর্মের ফল প্রদান করেন।

শ্লোক ১১

নাদত্ত আত্মা হি গুণং ন দোষং ন ক্রিয়াফলম্ ।
উদাসীনবদাসীনঃ পরাবরদৃগীশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

ন—না; **আদত্তে**—গ্রহণ করে; **আত্মা**—পরমেশ্বর ভগবান; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **গুণম্**—সুখ; **ন**—না; **দোষম্**—দুঃখ; **ন**—না; **ক্রিয়াফলম্**—কোন কর্মের ফল; **উদাসীনবৎ**—উদাসীন ব্যক্তির মতো; **আসীনঃ**—অবস্থান করে (হৃদয়ে); **পর-অবরদৃক্**—কার্য এবং কারণ দর্শন করেন; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

পরম ঈশ্বর (আত্মা) কার্য ও কারণের স্রষ্টা, কর্মফল-জনিত সুখ এবং দুঃখ গ্রহণ করেন না। জড় দেহ গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, এবং যেহেতু তাঁর জড় শরীর নেই, তাই তিনি সর্বদা নিরপেক্ষ। জীব তাঁর বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে, তাঁর গুণগুলি অত্যন্ত অল্পমাত্রায় জীবের মধ্যেও রয়েছে। তাই শোকের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের শত্রু এবং মিত্র রয়েছে। সে তার স্থিতির ফলে গুণ এবং দোষের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু ভগবান সর্বদাই জড়াতীত চিন্ময় স্তরে বিরাজ করেন।

যেহেতু তিনি ঈশ্বর, পরম নিয়ন্তা, তাই তিনি দ্বৈত ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই বলা যেতে পারে যে, তিনি জীবের ভাল এবং মন্দ আচরণের কার্য এবং কারণের উদাসীন সাক্ষীরূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। আমাদের মনে রাখা উচিত উদাসীন শব্দটির অর্থ এই নয় যে, তিনি কোন কার্য করেন না। পক্ষান্তরে, এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, তিনি স্বয়ং প্রভাবিত হন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, দুই বিরোধীপক্ষ যখন আদালতে বিচারকের সম্মুখে আসে, তখন বিচারক নিরপেক্ষ থাকেন, কিন্তু তিনি মামলা অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হতে হলে, আমাদের পরম উদাসীন পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

মহারাজ চিত্রকেতুকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, পুত্রের মৃত্যুর মতো মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে উদাসীন থাকা অসম্ভব, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান যেহেতু জানেন কিভাবে সব কিছুর সমন্বয় সাধন করতে হয়, তাই তাঁর উপর নির্ভর করে ভগবদ্ভক্তির কর্তব্য সম্পাদন করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। সমস্ত পরিস্থিতিতেই দ্বৈত ভাবের দ্বারা অবিচলিত থাকা উচিত। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (২/৪৭) বলা হয়েছে—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥

"স্বধর্ম বিহিত কর্মে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন কর্মফলে তোমার অধিকার নেই। কখনও নিজেকে কর্মফলের হেতু বলে মনে করো না, এবং কখনও স্বধর্ম আচরণ থেকে বিরত হয়ো না।" মানুষের উচিত ভগবদ্ভক্তিরূপ কর্তব্য সম্পাদন করা এবং কর্মের ফলের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করা।

শ্লোক ১২

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ
ইত্যুদীর্য গতো জীবো জ্ঞাতয়স্তস্য তে তদা ।
বিস্মিতা মুমুচুঃ শোকং ছিত্ত্বাত্মস্নেহশৃঙ্খলাম্ ॥ ১২ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উদীর্য**—বলে; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **জীবঃ**—জীব (মহারাজ চিত্রকেতুর পুত্ররূপে যে এসেছিল); **জ্ঞাতয়ঃ**—আত্মীয়স্বজন; **তস্য**—তাঁর; **তে**—তাঁরা; **তদা**—তখন; **বিস্মিতাঃ**—আশ্চর্য

হয়েছিলেন; মুমুচুঃ—পরিত্যাগ করেছিলেন; শোকম্—শোক; ছিত্ত্বা—ছেদন করে; আত্ম-স্নেহ—সম্পর্ক-জনিত স্নেহের; শৃঙ্খলাম্—লৌহনিগড়।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—মহারাজ চিত্রকেতুর পুত্ররূপী জীব এইভাবে বলে চলে গেলে, চিত্রকেতু এবং মৃত বালকের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের স্নেহরূপ শৃঙ্খল ছেদন করে শোক পরিত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

নির্হৃত্য জ্ঞাতয়ো জাতের্দেহং কৃত্বোচিতাঃ ক্রিয়াঃ ।
তত্যজুর্দুস্ত্যজং স্নেহং শোকমোহভয়ার্তিদম্ ॥ ১৩ ॥

নির্হৃত্য—দূর করে; জ্ঞাতয়ঃ—রাজা চিত্রকেতু এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরা; জাতেঃ—পুত্রের; দেহম্—দেহ; কৃত্বা—অনুষ্ঠান করে; উচিতাঃ—উপযুক্ত; ক্রিয়াঃ—ক্রিয়া; তত্যজুঃ—ত্যাগ করেছিলেন; দুস্ত্যজম্—যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; স্নেহম্—স্নেহ; শোক—শোক; মোহ—মোহ; ভয়—ভয়; অর্তি—এবং দুঃখ; দম্—প্রদানকারী।

অনুবাদ

আত্মীয়স্বজনেরা মৃত বালকের দেহটির দাহ সংস্কার সম্পন্ন করে শোক, মোহ, ভয় এবং দুঃখ প্রাপ্তির কারণ-স্বরূপ স্নেহ পরিত্যাগ করেছিলেন। এই প্রকার স্নেহ পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু তাঁরা অনায়াসে তা করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

বালঘ্ন্যো ব্রীড়িতাস্তত্র বালহত্যাহতপ্রভাঃ ।
বালহত্যাব্রতং চেরুর্ব্রাহ্মণৈর্যন্নিরূপিতম্ ।
যমুনায়াং মহারাজ স্মরন্ত্যো দ্বিজভাষিতম্ ॥ ১৪ ॥

বালঘ্ন্যঃ—শিশু-হত্যাকারিণী; ব্রীড়িতাঃ—অত্যন্ত লজ্জিতা হয়ে; তত্র—সেখানে; বালহত্যা—শিশু হত্যা করার ফলে; হত—বিহীন; প্রভাঃ—দেহের কান্তি; বাল-হত্যা-ব্রতম্—শিশুহত্যার প্রায়শ্চিত্ত; চেরুঃ—সম্পন্ন করেছিল; ব্রাহ্মণৈঃ—

ব্রাহ্মণদের দ্বারা; যৎ—যা; নিরূপিতম্—বর্ণিত হয়েছে; যমুনায়াম্—যমুনার কূলে; মহারাজ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; স্মরন্ত্যাঃ—স্মরণ করে; দ্বিজ-ভাষিতম্—ব্রাহ্মণের বাণী।

অনুবাদ

মহারাণী কৃতদ্যুতির সপত্নীরা যারা শিশুটিকে বিষ প্রদান করেছিল, তারা অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিল, এবং সেই পাপের ফলে হতপ্রভ হয়েছিল। হে রাজন্, অঙ্গিরার উপদেশ স্মরণ করে তারা পুত্র কামনা পরিত্যাগ করেছিল। ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে তারা যমুনার জলে স্নান করে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বালহত্যাহতপ্রভাঃ* শব্দটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। বালহত্যার প্রথা যদিও মানব-সমাজে অনাদিকাল ধরে চলে আসছে, তবে পুরাকালে তা অত্যন্ত বিরল ছিল। কিন্তু বর্তমান কলিযুগে ভ্রূণহত্যা—মাতৃজঠরে শিশুকে হত্যা ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এমন কি কখনও কখনও শিশুকে জন্মের পরেও হত্যা করা হচ্ছে। কোন স্ত্রী যদি এই প্রকার জঘন্য কার্য করে, তা হলে সে তার স্নেহের কান্তি হারিয়ে ফেলে (*বালহত্যাহতপ্রভাঃ*)। এখানে এই বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, শিশুকে বিষ প্রদান করেছিল যে সমস্ত রমণীরা তারা অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিল, এবং ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে তারা শিশুহত্যা-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল। কোন নারী যদি কখনও এই প্রকার নিন্দনীয় পাপকর্ম করে, তার অবশ্য কর্তব্য সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা, কিন্তু আজকাল কেউই তা করছে না। তাই সেই রমণীদের এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে তার ফল ভোগ করতে হবে। যাঁরা নিষ্ঠাপরায়ণ, তাঁরা এই ঘটনা শ্রবণ করার পর শিশুহত্যারূপ পাপ থেকে বিরত হবেন, এবং অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে তাঁদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। কেউ যদি নিরপরাধে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তা হলে নিঃসন্দেহে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। কিন্তু তারপর আর পাপ করা উচিত নয়, কারণ সেটি একটি অপরাধ।

শ্লোক ১৫

স ইত্থং প্রতিবুদ্ধাত্মা চিত্রকেতুর্দ্বিজোক্তিভিঃ ।
গৃহান্ধকূপান্নিষ্ক্রান্তঃ সরঃপঙ্কাদিব দ্বিপঃ ॥ ১৫ ॥

সঃ—তিনি; ইত্থম্—এইভাবে; প্রতিবুদ্ধ-আত্মা—পূর্ণরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করে; চিত্রকেতুঃ—রাজা চিত্রকেতু; দ্বিজ-উক্তিভিঃ—(অঙ্গিরা এবং নারদ মুনি) এই দুইজন ব্রহ্মণের উপদেশ দ্বারা; গৃহ-অন্ধ-কূপাৎ—গৃহরূপ অন্ধকূপ থেকে; নিষ্ক্রান্তঃ—নির্গত হয়েছিলেন; সরঃ—সরোবরের; পঙ্কাৎ—পঙ্ক থেকে; ইব—সদৃশ; দ্বিপঃ—হস্তী।

অনুবাদ

ব্রহ্মজ্ঞানী অঙ্গিরা এবং নারদ মুনির উপদেশে রাজা চিত্রকেতু পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। হস্তী যেমন সরোবরের পঙ্ক থেকে নির্গত হয়, রাজা চিত্রকেতুও তেমন গৃহরূপ অন্ধকূপ থেকে নির্গত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

কালিন্দ্যাং বিধিবৎ স্নাত্বা কৃতপুণ্যজলক্রিয়ঃ ।
মৌনেন সংযতপ্রাণো ব্রহ্মপুত্রাববন্দত ॥ ১৬ ॥

কালিন্দ্যাম্—যমুনা নদীতে; বিধিবৎ—বিধিপূর্বক; স্নাত্বা—স্নান করে; কৃত—অনুষ্ঠান করে; পুণ্য—পুণ্য; জল-ক্রিয়ঃ—তর্পণ; মৌনেন—মৌন; সংযত-প্রাণঃ—মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে; ব্রহ্ম-পুত্রৌ—ব্রহ্মার দুই পুত্রকে (অঙ্গিরা এবং নারদকে); অবন্দত—বন্দনা করেছিলেন এবং প্রণাম করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর রাজা যমুনার জলে বিধিপূর্বক স্নান করে দেবতা এবং পিতৃদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেছিলেন। তারপর অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে ব্রহ্মার দুই পুত্র অঙ্গিরা এবং নারদের বন্দনা করেছিলেন এবং প্রণাম করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

অথ তস্মৈ প্রপন্নায় ভক্তায় প্রযতাত্মনে ।
ভগবান্ নারদঃ প্রীতো বিদ্যামেতামুবাচ হ ॥ ১৭ ॥

অথ—তারপর; তস্মৈ—তাঁকে; প্রপন্নায়—শরণাগত; ভক্তায়—ভক্ত; প্রযত-আত্মনে—জিতেন্দ্রিয়; ভগবান্—পরম শক্তিশালী; নারদঃ—নারদ; প্রীতঃ—অত্যন্ত

প্রসন্ন হয়ে; বিদ্যাম্—দিব্য জ্ঞান; এতাম্—এই; উবাচ—উপদেশ দিয়েছিলেন; হ—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

তারপর, ভগবান নারদ শরণাগত জিতেন্দ্রিয় ভক্ত চিত্রকেতুর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁকে এই দিব্য জ্ঞান উপদেশ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮-১৯

ওঁ নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥ ১৮ ॥
নমো বিজ্ঞানমাত্রায় পরমানন্দমূর্তয়ে ।
আত্মারামায় শান্তায় নিবৃত্তদ্বৈতদৃষ্টয়ে ॥ ১৯ ॥

ওঁ—হে ভগবান; নমঃ—নমস্কার; তুভ্যম্—আপনাকে; ভগবতে—ভগবান; বাসুদেবায়—বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ; ধীমহি—আমি ধ্যান করি; প্রদ্যুম্নায়—প্রদ্যুম্নকে; অনিরুদ্ধায়—অনিরুদ্ধকে; নমঃ—সশ্রদ্ধ প্রণাম; সঙ্কর্ষণায়—ভগবান সঙ্কর্ষণকে; চ—ও; নমঃ—সর্বতোভাবে প্রণাম; বিজ্ঞান-মাত্রায়—জ্ঞানময় মূর্তিকে; পরম-আনন্দ-মূর্তয়ে—আনন্দময় মূর্তিকে; আত্মারামায়—আত্মারামকে; শান্তায়—শান্ত; নিবৃত্ত-দ্বৈত-দৃষ্টয়ে—যাঁর দৃষ্টি দ্বৈতভাব রহিত অথবা যিনি এক এবং অদ্বিতীয়।

অনুবাদ

(নারদ মুনি চিত্রকেতুকে এই মন্ত্রটি প্রদান করেছিলেন।) হে প্রণবাত্মক ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে বাসুদেব, আমি আপনার ধ্যান করি, হে প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং সঙ্কর্ষণ, আমি আপনাদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে চিৎ-শক্তির উৎস, হে পরম আনন্দময়, হে আত্মারাম, হে শান্ত, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে পরম সত্য, হে এক এবং অদ্বিতীয়, আপনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানরূপে উপলব্ধ হন, এবং তাই আপনি সমস্ত জ্ঞানের উৎস। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনি হচ্ছেন *প্রণবঃ সর্ববেদেষু*, তিনি বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে ওঁকার। দিব্য জ্ঞানে ভগবানকে প্রণব বা ওঁকার বলে সম্বোধন করা হয়, যা নামরূপে ভগবানের প্রতীক। *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।* নারায়ণের প্রকাশ বাসুদেব নিজেকে প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং সঙ্কর্ষণরূপে বিস্তার করেন। সঙ্কর্ষণ থেকে দ্বিতীয় নারায়ণের প্রকাশ হয়, এবং সেই নারায়ণ থেকে বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ এবং অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহের বিস্তার হয়। এই চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—এই তিন পুরুষ অবতারের মূল কারণ। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু শ্বেতদ্বীপ নামক একটি বিশেষ লোকে অবস্থান করেন। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—*অণ্ডান্তরস্থ*। অণ্ড মানে ব্রহ্মাণ্ড। এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্বেতদ্বীপ নামক একটি লোক রয়েছে, যেখানে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু অবস্থান করেন। তাঁর থেকে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অবতারেরা আসেন।

ব্রহ্মসংহিতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবানের এই সমস্ত রূপ অদ্বৈত অর্থাৎ অভিন্ন, এবং অচ্যুত; তাঁরা বদ্ধ জীবের মতো পতনশীল নয়। সাধারণ জীবেরা মায়ার বন্ধনে পতিত হতে পারে, কিন্তু ভগবান তাঁর বিভিন্ন অবতারে এবং রূপে অচ্যুত। তাই তাঁর দেহ বদ্ধ জীবের জড় দেহ থেকে ভিন্ন।

মেদিনী অভিধানে *মাত্রা* শব্দটি বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—*মাত্রা কর্ণবিভূষায়াং বিত্তে মানে পরিচ্ছদে*। মাত্রা শব্দের অর্থ কর্ণভূষণ, বিত্ত, মান এবং পরিচ্ছদ। *ভগবদ্গীতায়* (২/১৪) বলা হয়েছে—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

"হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ এবং দুঃখের অনুভব হয়, সেগুলি ঠিক যেন শীত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভরতকুল-প্রদীপ, সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।" বদ্ধ জীবনে দেহটি একটি পোশাকের মতো, এবং শীত ও গ্রীষ্মে যেমন বিভিন্ন ধরনের পোশাকের প্রয়োজন হয়, তেমনই বদ্ধ জীবের বাসনা অনুসারে দেহের পরিবর্তন হয়। কিন্তু, যেহেতু ভগবানের দেহ পূর্ণ জ্ঞানময়, তাই তাঁর দেহের অন্য কোন আবরণের প্রয়োজন হয় না। আমাদের মতো কৃষ্ণেরও দেহ এবং আত্মা ভিন্ন বলে যে ধারণা, সেটি ভুল। শ্রীকৃষ্ণে এই ধরনের কোন

দ্বৈতভাব নেই, কারণ তাঁর দেহ জ্ঞানময়। আমরা অজ্ঞানের ফলে এখানে জড় দেহ ধারণ করি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেব যেহেতু পূর্ণ জ্ঞানময়, তাই তাঁর দেহ এবং আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণ চার কোটি বছর আগে সূর্যদেবকে কি বলেছিলেন তা তিনি স্মরণ করতে পারেন, কিন্তু একজন সাধারণ জীব গতকাল কি বলেছিল তাও মনে রাখতে পারে না। এটিই শ্রীকৃষ্ণের দেহ এবং আমাদের দেহের মধ্যে পার্থক্য। তাই ভগবানকে *বিজ্ঞান মাত্রায় পরমানন্দ মূর্তয়ে* বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

ভগবানের দেহ যেহেতু পূর্ণ জ্ঞানময়, তাই তিনি সর্বদা দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্বরূপই পরমানন্দ। সেই কথা *বেদান্ত-সূত্রে* প্রতিপন্ন হয়েছে—*আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ* । ভগবান স্বভাবতই আনন্দময়। আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করি, তখন দেখতে পাই তিনি সর্ব অবস্থাতেই আনন্দময়। কেউ তাঁকে নিরানন্দ করতে পারে না। *আত্মারামায়*—তাঁকে বাহ্যিক আনন্দের অন্বেষণ করতে হয় না, কারণ তিনি আত্মারাম। *শান্তায়*—তাঁর কোন উৎকণ্ঠা নেই। যাকে অন্য কোথাও আনন্দের অন্বেষণ করতে হয়, সে সর্বদাই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। কর্মী, জ্ঞানী এবং যোগীরা সকলেই অশান্ত কারণ তারা কিছু না কিছু কামনা করে, কিন্তু ভক্ত কিছুই চান না, তাই তিনি আনন্দময় ভগবানের সেবা করেই সন্তুষ্ট থাকেন।

নিরূঢ়-দ্বৈত-দৃষ্টয়ে—আমাদের বদ্ধ জীবনে আমাদের দেহে বিভিন্ন অঙ্গ রয়েছে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থাকলেও তাঁর দেহের একটি অঙ্গ অন্য অঙ্গ থেকে ভিন্ন নয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চক্ষু দিয়ে দর্শন করতে পারেন এবং শ্রীকৃষ্ণ চক্ষু ছাড়াও দর্শন করতে পারেন। তাই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে, *পশ্যত্যচক্ষুঃ* । তিনি তাঁর হাত এবং পা দিয়ে দেখতে পান। কোন বিশেষ কার্য সম্পাদন করার জন্য তাঁর দেহের কোন বিশেষ অঙ্গের প্রয়োজন হয় না। *অজানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি*—তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর দেহের যে কোন অঙ্গ দিয়ে যে কোন কার্য করতে পারেন, এবং তাই তাঁকে বলা হয় সর্বশক্তিমান।

শ্লোক ২০

আত্মানন্দানুভূত্যৈব ন্যস্তশক্ত্যূর্ময়ে নমঃ ।
হৃষীকেশায় মহতে নমস্তেঽনন্তমূর্তয়ে ॥ ২০ ॥

আত্ম-আনন্দ—স্বরূপানন্দের; অনুভূত্যা—অনুভূতির দ্বারা; এক—নিশ্চিতভাবে; ন্যস্ত—পরিত্যক্ত; শক্তি-ঊর্ময়ে—জড়া প্রকৃতির তরঙ্গ; নমঃ—সশ্রদ্ধ প্রণাম; হৃষীকেশায়—ইন্দ্রিয়ের পরম নিয়ন্তাকে; মহতে—পরমেশ্বরকে; নমঃ—সশ্রদ্ধ প্রণাম; তে—আপনাকে; অনন্ত—অন্তহীন; মূর্তয়ে—যাঁর প্রকাশ।

অনুবাদ

আপনি আপনার স্বরূপভূত আনন্দের অনুভূতির দ্বারা সর্বদা মায়ার তরঙ্গের অতীত। তাই, হে প্রভু, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি সমগ্র ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হৃষীকেশ, আপনি অনন্ত মূর্তি ও মহান, এবং তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের রূপ এবং বদ্ধ জীবের রূপ ভিন্ন, কারণ ভগবান সর্বদা আনন্দময়, কিন্তু বদ্ধ জীব সর্বদাই জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখের অধীন। ভগবান সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তিনি তাঁর স্বীয় স্বরূপে আনন্দময়। ভগবানের দেহ চিন্ময়, কিন্তু বদ্ধ জীবের দেহ যেহেতু জড়, তাই তা দৈহিক এবং মানসিক ক্লেশে পূর্ণ। বদ্ধ জীব সর্বদা আসক্তি এবং বিরক্তির দ্বারা উদ্বিগ্ন, কিন্তু ভগবান সর্বদা এই প্রকার দ্বৈত ভাব থেকে মুক্ত। ভগবান সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, কিন্তু বদ্ধ জীব তার ইন্দ্রিয়ের বশীভূত। ভগবান মহত্তম, কিন্তু জীব ক্ষুদ্রতম। জীব জড়া প্রকৃতির তরঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু ভগবান সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অতীত। ভগবানের বিস্তার অসংখ্য (অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্), কিন্তু বদ্ধ জীব কেবল একটি রূপেই সীমিত। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানতে পারি যে, যোগ শক্তির প্রভাবে বদ্ধ জীব কখনও কখনও আটটি রূপে নিজেকে বিস্তার করতে পারে, কিন্তু ভগবানের বিস্তার অনন্ত। অর্থাৎ, ভগবানের দেহের কোন আদি নেই এবং অন্ত নেই।

শ্লোক ২১

বচস্যুপরতেঽপ্রাপ্য য একো মনসা সহ ।
অনামরূপশ্চিন্মাত্রঃ সোঽব্যান্নঃ সদসৎপরঃ ॥ ২১ ॥

**বচসি—বাণী যখন; উপরতে—বিরত হয়; অপ্রাপ্য—লক্ষ্যপ্রাপ্ত না হয়ে; যঃ—যিনি; একঃ—এক; মনসা—মন; সহ—সঙ্গে; অনাম—জড় নামরহিত; রূপঃ—অথবা জড়

রূপ; চিৎ-মাত্রঃ—সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়; সঃ—তিনি; অব্যাৎ—কৃপাপূর্বক রক্ষা করুন; নঃ—আমাদের; সৎ-অসৎ-পরঃ—যিনি সর্বকারণের পরম কারণ।

অনুবাদ

বদ্ধ জীবের বাণী এবং মন ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারে না, কারণ জড় নাম এবং রূপ সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় ভগবানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তিনি সমস্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম ধারণার অতীত। নির্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁর আর একটি রূপ। তিনি আমাদের রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা নির্বিশেষ ব্রহ্মের বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২২

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং তিষ্ঠত্যপ্যেতি জায়তে ।
মৃন্ময়েষ্বিব মৃজ্জাতিস্তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ২২ ॥

যস্মিন্—যাতে; ইদম্—এই (জগৎ); যতঃ—যাঁর থেকে; চ—ও; ইদম্—এই (জগৎ); তিষ্ঠতি—স্থিত; অপ্যেতি—বিলীন হয়ে যায়; জায়তে—উৎপন্ন হয়; মৃৎ-ময়েষু—মৃত্তিকা থেকে তৈরি; ইব—সদৃশ; মৃৎ-জাতিঃ—মৃত্তিকা থেকে জন্ম; তস্মৈ—তাঁকে; তে—আপনি; ব্রহ্মণে—পরম কারণ; নমঃ—সশ্রদ্ধ প্রণাম।

অনুবাদ

মৃন্ময় পাত্র যেমন মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে মৃত্তিকাতেই অবস্থান করে এবং ভেঙে গেলে পুনরায় মৃত্তিকাতেই লীন হয়, তেমনই এই জগৎ পরমব্রহ্মের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে, পরমব্রহ্মে অবস্থান করছে এবং সেই পরমব্রহ্মেই বিলীন হয়ে যাবে। অতএব, ভগবান যেহেতু সেই ব্রহ্মেরও কারণ, আমরা তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান জগতের কারণ, এই জগৎ সৃষ্টি করার পর তিনি তা পালন করেন এবং বিনাশের পর ভগবানই হচ্ছেন সব কিছুর আশ্রয়।

শ্লোক ২৩

যন্ন স্পৃশন্তি ন বিদুর্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ ।
অন্তর্বহিশ্চ বিততং ব্যোমবত্তন্নতোঽস্ম্যহম্ ॥ ২৩ ॥

যৎ—যাঁকে; ন—না; স্পৃশন্তি—স্পর্শ করতে পারে; ন—না; বিদুঃ—জানতে পারে; মনঃ—মন; বুদ্ধি—বুদ্ধি; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়; অসবঃ—প্রাণ; অন্তঃ—অন্তরে; বহিঃ—বাইরে; চ—ও ; বিততম্—ব্যাপ্ত; ব্যোমবৎ—আকাশের মতো; তৎ—তাঁকে; নতঃ—প্রণত; অস্মি—হই; অহম্—আমি।

অনুবাদ

ব্রহ্ম ভগবান থেকে উদ্ভূত এবং আকাশের মতো ব্যাপ্ত। যদিও জড় পদার্থের সঙ্গে তার কোন সংস্পর্শ নেই, তবু তা সব কিছুর অন্তরে এবং বাইরে বিরাজ করে। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না বা জানতে পারে না। তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ২৪

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়োঽমী
যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরন্তি কর্মসু ।
নৈবান্যদা লৌহমিবাপ্রতপ্তং
স্থানেষু তদ্ দ্রষ্ট্রপদেশমেতি ॥ ২৪ ॥

দেহ—শরীর; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়; প্রাণ—প্রাণ; মনঃ—মন; ধিয়ঃ—এবং বুদ্ধি; অমী—সেই সব; যৎ-অংশ-বিদ্ধাঃ—ব্রহ্মজ্যোতি বা ভগবানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে; প্রচরন্তি—বিচরণ করে; কর্মসু—বিভিন্ন কর্মে; ন—না; এব—বস্তুতপক্ষে; অন্যদা—অন্য সময়ে; লৌহম্—লৌহ; ইব—সদৃশ; অপ্রতপ্তম্—অগ্নির দ্বারা তপ্ত হয় না; স্থানেষু—সেই সমস্ত পরিস্থিতিতে; তৎ—তা; দ্রষ্ট্র-অপদেশম্—বিষয়বস্তুর নাম; এতি—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

লৌহ যেমন অগ্নির সংস্পর্শে তপ্ত হয়ে অন্য বস্তুকে দহন করার সামর্থ্য লাভ করে, তেমনই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, জড় হলেও ভগবানের চৈতন্য

অংশের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। অগ্নির দ্বারা তপ্ত না হলে লৌহ যেমন দহন করতে পারে না, দেহের ইন্দ্রিয়গুলিও তেমন পরমব্রহ্মের দ্বারা অনুগৃহীত না হলে কর্ম করতে পারে না।

তাৎপর্য

উত্তপ্ত লৌহ অন্য বস্তুকে দহন করতে পারে, কিন্তু অগ্নিকে দহন করতে পারে না। তেমনই ব্রহ্মের কথা সম্পূর্ণরূপে পরমব্রহ্মের শক্তির উপর নির্ভরশীল। তাই ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন, মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ—"বদ্ধ জীব আমার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি প্রাপ্ত হয়।" কার্য করার ক্ষমতা আসে ভগবান থেকে, এবং ভগবান যখন সেই শক্তি সম্বরণ করে নেন, তখন বদ্ধ জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কার্য করার আর কোন ক্ষমতা থাকে না। দেহে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং মন রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কেবল জড় পদার্থ। যেমন মস্তিষ্ক জড় পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু তা যখন ভগবানের শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন মস্তিষ্ক ক্রিয়া করে, ঠিক যেমন লৌহ আগুনের প্রভাবে উত্তপ্ত হয়ে দহন করতে সমর্থ হয়। জাগ্রত অবস্থায় এবং স্বপ্নাবস্থায়ও মস্তিষ্ক কার্য করে, কিন্তু আমরা যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকি, অথবা অচেতন হয়ে পড়ি, তখন মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। মস্তিষ্ক যেহেতু জড় পদার্থের পিণ্ড, তাই কর্ম করার স্বতন্ত্র শক্তি তার নেই। ব্রহ্ম বা পরমব্রহ্ম ভগবানের কৃপায় তাঁর শক্তিতে প্রভাবিত হওয়ার ফলেই কেবল তা সক্রিয় হতে পারে। সর্বব্যাপ্ত পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার এটিই হচ্ছে পন্থা। সূর্যমণ্ডলস্থ সূর্যদেবের কিরণ যেমন সর্বত্র বিকীর্ণ হচ্ছে, তেমনই ভগবানের চিন্ময় শক্তি সারা জগৎ জুড়ে চেতনা বিস্তার করছে। ভগবানকে বলা হয় হৃষীকেশ, তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের একমাত্র সঞ্চালক। তাঁর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট না হলে, ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হতে পারে না। অর্থাৎ, তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা, তিনিই একমাত্র কর্তা, তিনিই একমাত্র শ্রোতা, এবং তিনিই একমাত্র সক্রিয় তত্ত্ব বা পরম নিয়ন্তা।

শ্লোক ২৫

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহানুভাবায় মহাবিভূতিপতয়ে সকলসাত্বতপরিবৃঢ়নিকরকরকমলকুড্মলোপলালিতচরণারবিন্দযুগল পরমপরমেষ্ঠিন্ নমস্তে ॥ ২৫ ॥

ওঁ—পরমেশ্বর ভগবান; নমঃ—সশ্রদ্ধ প্রণাম; ভগবতে—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান আপনাকে; মহা-পুরুষায়—পরম পুরুষকে; মহা-অনুভাবায়—পরম আত্মাকে; মহা-বিভূতি-পতয়ে—সমস্ত যোগশক্তির ঈশ্বর; সকল-সাত্বত-পরিবৃঢ়—সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তদের; নিকর—সমূহ; কর-কমল—পদ্মসদৃশ হস্তের; কুড্মলো—মুকুলের দ্বারা; উপলালিত—সেবিত; চরণ-অরবিন্দ-যুগল—যাঁর পাদপদ্ম-যুগল; পরম—সর্বোচ্চ; পরমেষ্ঠিন্—যিনি চিন্ময় লোকে অবস্থিত; নমঃ তে—আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি।

অনুবাদ

হে গুণাতীত ভগবান, আপনি চিৎ-জগতের সর্বোচ্চ লোকে বিরাজ করেন। আপনার পাদপদ্ম-যুগল সর্বদা সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তদের কমলকলি-সদৃশ হস্তের দ্বারা সেবিত। আপনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। পুরুষসূক্ত স্তবে আপনাকে পরমপুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আপনি পরম পূর্ণ এবং সমস্ত যোগ-বিভূতির অধিপতি। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বলা হয় যে পরম সত্য এক, কিন্তু তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানরূপে প্রকাশিত হন। পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে পরম সত্যের ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্লোকে ভক্তিযোগে পরম পুরুষোত্তমকে প্রার্থনা নিবেদন করা হয়েছে। এই শ্লোকে সকল-সাত্বত-পরিবৃঢ় শব্দগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। সাত্বত শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ভক্ত' এবং সকল শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সকলে মিলিতভাবে'। ভক্তদের চরণ কমলসদৃশ এবং তাঁরা তাঁদের করকমলের দ্বারা ভগবানের পদকমলের সেবা করেন। ভক্তেরা কখনও কখনও ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার যোগ্য না হতে পারেন, তবু ভগবান তাঁকে তাঁর সেবা করার সুযোগ দেন, এবং ভগবানকে পরম-পরমেষ্ঠিন্ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি পরম পুরুষ, তবু তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। কেউই ভগবানের সেবা করার যোগ্য নন, কিন্তু ভক্ত যদি যোগ্য নাও হন, তবু ভগবান তাঁর সেবার বিনীত প্রয়াস অঙ্গীকার করেন।

শ্লোক ২৬

শ্রীশুক উবাচ

ভক্তায়ৈতাং প্রপন্নায় বিদ্যামাদিশ্য নারদঃ ।
যযাবঙ্গিরসা সাকং ধাম স্বায়ম্ভুবং প্রভো ॥ ২৬ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তস্যৈ**—তাঁকে; **এতাম্**—এই; **প্রপন্নায়**—পূর্ণরূপে শরণাগত; **বিদ্যাম্**—বিদ্যা জান; **আদিশ্য**—উপদেশ করে; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **যযৌ**—প্রস্থান করেছিলেন; **অঙ্গিরসা**—মহর্ষি অঙ্গিরা; **সাকম্**—সহ; **ধাম**—সর্বোচ্চ লোকে; **স্বায়ম্ভুবম্**—ব্রহ্মার; **প্রভো**—হে রাজন্।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—চিত্রকেতু সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হয়েছিলেন বলে, নারদ মুনি তাঁকে শিষ্যত্বে বরণ করে, তাঁর গুরুরূপে এই বিদ্যা উপদেশ দিয়ে মহর্ষি অঙ্গিরার সঙ্গে ব্রহ্মার লোকে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

অঙ্গিরা যখন প্রথমে রাজা চিত্রকেতুর কাছে এসেছিলেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে নারদ মুনিকে নিয়ে আসেননি, কিন্তু চিত্রকেতুর পুত্রের মৃত্যুর পর, অঙ্গিরা নারদ মুনিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন রাজা চিত্রকেতুকে ভক্তিযোগের উপদেশ দেওয়ার জন্য। তার কারণ প্রথমে চিত্রকেতুর চিত্তে বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি ছিল না, কিন্তু পরে তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে তিনি যখন শোকাচ্ছন্ন হয়েছিলেন, তখন জড় জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করে তাঁর হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল। এই স্তরেই কেবল ভক্তিযোগের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। মানুষ যতক্ষণ জড় সুখের প্রতি আসক্ত থাকে, ততক্ষণ সে ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (২/৪৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥

"যারা ভোগ ও ঐশ্বর্যসুখে একান্ত আসক্ত, সেই সমস্ত বিবেকবর্জিত মূঢ় ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ করে না।" মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জড় সুখের প্রতি আসক্ত থাকে, ততক্ষণ সে ভক্তিযোগের বিষয়বস্তুতে তার মনকে একাগ্র করতে পারে না।

বর্তমানে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে প্রসার লাভ করছে, কারণ পাশ্চাত্যের যুবক-সম্প্রদায় বৈরাগ্যের স্তর প্রাপ্ত হয়েছে। তারা প্রকৃতপক্ষে জড় সুখভোগের প্রতি বিরক্ত হয়েছে এবং তার ফলে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে ছেলে-মেয়েরা হিপি হয়ে যাচ্ছে। এখন তারা যদি

ভক্তিযোগের অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনামৃতের উপদেশ লাভ করে, তা হলে সেই উপদেশ অবশ্যই কার্যকরী হবে।

চিত্রকেতু বৈরাগ্য-বিদ্যার দর্শন হৃদয়ঙ্গম করা মাত্রই ভক্তিযোগের পন্থা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলেছেন, *বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগ*। বৈরাগ্য বিদ্যা এবং ভক্তিযোগ সমান্তরাল। একটিকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অন্যটি অপরিহার্য। আরও বলা হয়েছে, *ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চ* (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/২/৪২)। ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নতির লক্ষণ হচ্ছে জড় সুখভোগের প্রতি বিরক্তি। নারদ মুনি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির জনক, এবং তাই চিত্রকেতুর উপর অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করার জন্য অঙ্গিরা নারদ মুনিকে নিয়ে এসেছিলেন রাজাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য। তাঁর সেই উপদেশ অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছিল। যে ব্যক্তি নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তিনি অবশ্যই শুদ্ধ ভক্ত।

শ্লোক ২৭

চিত্রকেতুস্তু তাং বিদ্যাং যথা নারদভাষিতাম্ ।
ধারয়ামাস সপ্তাহমব্ভক্ষঃ সুসমাহিতঃ ॥ ২৭ ॥

চিত্রকেতুঃ—রাজা চিত্রকেতু; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তাম্**—তা; **বিদ্যাম্**—দিব্য জ্ঞান; **যথা**—যেমন; **নারদ-ভাষিতাম্**—দেবর্ষি নারদ কর্তৃক উপদিষ্ট; **ধারয়ামাস**—জপ করেছিলেন; **সপ্ত-অহম্**—এক সপ্তাহ ধরে; **অপ-ভক্ষঃ**—কেবল জল পান করে; **সু-সমাহিতঃ**—অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে।

অনুবাদ

চিত্রকেতু কেবল জলপান করে, অতি সাবধানতা সহকারে নারদ মুনির দেওয়া সেই মন্ত্র এক সপ্তাহ ধরে জপ করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

ততঃ স সপ্তরাত্রান্তে বিদ্যয়া ধার্যমাণয়া ।
বিদ্যাধরাধিপত্যং চ লেভেঽপ্রতিহতং নৃপ ॥ ২৮ ॥

ততঃ—তার ফলে; **সঃ**—তিনি; **সপ্ত-রাত্র-অন্তে**—সাত রাত্রির পর; **বিদ্যয়া**—সেই স্তবের দ্বারা; **ধার্যমাণয়া**—সাবধানতার সঙ্গে অনুশীলন করার ফলে; **বিদ্যাধর-**

অধিপত্যম্—(গৌণ ফলরূপে) বিদ্যাধরদের আধিপত্য; **চ**—ও; **লেভে**—লাভ করেছিলেন; **অপ্রতিহতম্**—শ্রীগুরুদেবের উপদেশ থেকে বিচলিত না হয়ে; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, চিত্রকেতু তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে প্রাপ্ত সেই মন্ত্র কেবলমাত্র সাত দিন জপ করার ফলে, সেই মন্ত্রজপের গৌণ ফলস্বরূপ বিদ্যাধর-লোকের আধিপত্য লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

দীক্ষা লাভের পর ভক্ত যদি নিষ্ঠা সহকারে শ্রীগুরুদেবের উপদেশ পালন করেন, তা হলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যাধর-লোকের আধিপত্যরূপ জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য গৌণ ফলস্বরূপ লাভ করেন। ভক্তকে সাফল্য লাভের জন্য যোগ, কর্ম অথবা জ্ঞানের সাধনা করতে হয় না। ভক্তকে সমস্ত জড় ঐশ্বর্য প্রদানের জন্য ভগবদ্ভক্তিই যথেষ্ট। শুদ্ধ ভক্ত কিন্তু কখনও জড় ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্ত হন না, যদিও কোন রকম ব্যক্তিগত প্রয়াস ব্যতীত অনায়াসেই তিনি তা লাভ করেন। চিত্রকেতু নিষ্ঠা সহকারে নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেছিলেন বলে, তার গৌণ ফলস্বরূপ তা লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

ততঃ কতিপয়াহোভির্বিদ্যায়েদ্ধমনোগতিঃ ।
জগাম দেবদেবস্য শেষস্য চরণান্তিকম্ ॥ ২৯ ॥

ততঃ—তারপর; **কতিপয়-অহোভিঃ**—কয়েক দিনের মধ্যে; **বিদ্যয়া**—দিব্য মন্ত্রের দ্বারা; **ইদ্ধ-মনঃ-গতিঃ**—তাঁর মনের গতি জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ায়; **জগাম**—গিয়েছিলেন; **দেব-দেবস্য**—সমস্ত দেবতাদের দেবতা; **শেষস্য**—ভগবান শেষের; **চরণ-অন্তিকম্**—শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে।

অনুবাদ

তারপর, কয়েক দিনের মধ্যে সেই মন্ত্র সাধনের ফলে, চিত্রকেতুর মন দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে প্রদীপ্ত হয়েছিল, এবং তিনি দেবদেব অনন্তদেবের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভক্তের চরম গতি হচ্ছে চিদাকাশে কোন লোকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করা। নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে, যদি প্রয়োজন হয়, ভক্ত সমস্ত জড় ঐশ্বর্য লাভ করতে পারেন; অন্যথায় ভক্ত জড় ঐশ্বর্যের প্রতি আগ্রহী নন এবং ভগবানও তাঁকে তা প্রদান করেন না। ভক্ত যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তাঁর আপাত জড় ঐশ্বর্য প্রকৃতপক্ষে জড় নয়; সেগুলি চিন্ময় ঐশ্বর্য। যেমন, কোন ভক্ত যদি বহু অর্থ ব্যয় করে ভগবানের জন্য এক সুন্দর মন্দির তৈরি করেন, তা হলে সেটি জড় নয়, চিন্ময় (*নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে*)। ভক্তের মন কখনও মন্দিরের জড় দিকে যায় না। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ পাথর দিয়ে তৈরি হলেও যেমন তা পাথর নয়, পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং, তেমনই মন্দির নির্মাণে যে ইট, কাঠ, পাথর ব্যবহার হয় তা চিন্ময়। আধ্যাত্মিক চেতনায় যতই উন্নতি সাধন হয়, ভক্তির তত্ত্ব ততই তাঁর কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। ভগবদ্ভক্তিতে কোন কিছুই জড় নয়; সব কিছুই চিন্ময়। তাই ভক্ত আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য তথাকথিত জড় ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন। এই ঐশ্বর্য ভক্তের ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার সহায়ক-স্বরূপ। তাই মহারাজ চিত্রকেতু বিদ্যাধরপতি-রূপে জড় ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন, এবং ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের দ্বারা কয়েক দিনের মধ্যে ভগবান অনন্তশেষের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন।

কর্মীর জড় ঐশ্বর্য এবং ভক্তের জড় ঐশ্বর্য একই স্তরের নয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য মন্তব্য করেছেন—

অন্যাভর্যামিণং বিষ্ণুম্ উপাস্যান্যসমীপগাঃ ।
তবেদ্ যোগ্যতয়া তস্য পদং বা প্রাপ্নুয়ান্ নরঃ ॥

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার দ্বারা যে কোন বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করা যায়। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত কখনও ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছে কোন জড়-জাগতিক বিষয় প্রার্থনা করেন না। পক্ষান্তরে তিনি নিষ্কামভাবে শ্রীবিষ্ণুর সেবা করেন এবং তাই চরমে তিনি ভগবদ্ধামে উন্নীত হন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বীররাঘব আচার্য মন্তব্য করেছেন, *যথেষ্টগতিরিতার্থ*—শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করার দ্বারা ভক্ত যা বাসনা করেন, তাই পেতে পারেন। মহারাজ চিত্রকেতু কেবল ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তিনি সেই সাফল্য লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

মৃণালগৌরং শিতিবাসসং স্ফুরৎ-
কিরীটকেয়ূরকটিব্রকঙ্কণম্ ।
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনং বৃতং
দদর্শ সিদ্ধেশ্বরমণ্ডলৈঃ প্রভুম্ ॥ ৩০ ॥

মৃণাল-গৌরম্—শ্বেতপদ্মের মতো শুভ্র; **শিতি-বাসসম্**—নীল রেশমের বস্ত্র পরিহিত; **স্ফুরৎ**—উজ্জ্বল; **কিরীট**—মুকুট; **কেয়ূর**—বাহুভূষণ; **কটিব্র**—কটিসূত্র; **কঙ্কণম্**—হস্তভূষণ; **প্রসন্ন-বক্ত্র**—হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল; **অরুণ-লোচনম্**—আরক্তিম নয়ন; **বৃতম্**—পরিবৃত; **দদর্শ**—তিনি দেখেছিলেন; **সিদ্ধ-ঈশ্বর-মণ্ডলৈঃ**—পরম সিদ্ধ ভক্তদের দ্বারা; **প্রভুম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

ভগবান অনন্ত শেষের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে উপনীত হয়ে চিত্রকেতু দেখেছিলেন যে, তাঁর অঙ্গকান্তি শ্বেতপদ্মের মতো শুভ্র, তিনি নীলাম্বর পরিহিত এবং অতি উজ্জ্বল মুকুট, কেয়ূর, কটিসূত্র এবং কঙ্কণে সুশোভিত। তাঁর মুখমণ্ডল প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত এবং তাঁর নয়ন অরুণবর্ণ। তিনি সনৎকুমার আদি মুক্ত পুরুষ দ্বারা পরিবৃত।

শ্লোক ৩১

তদ্দর্শনধ্বস্তসমস্তকিল্বিষঃ
স্বস্থামলান্তঃকরণোঽভ্যয়াদ্মুনিঃ ।
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা প্রণয়াশ্রুলোচনঃ
প্রহৃষ্টরোমানমদাদিপূরুষম্ ॥ ৩১ ॥

তৎ-দর্শন—ভগবানের সেই দর্শনের দ্বারা; **ধ্বস্ত**—বিনষ্ট; **সমস্ত-কিল্বিষঃ**—সমস্ত পাপ; **স্বস্থ**—সুস্থ; **অমল**—এবং শুদ্ধ; **অন্তঃকরণঃ**—যাঁদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল; **অভ্যয়াৎ**—তাঁর সম্মুখে এসে; **মুনিঃ**—রাজা, যিনি পূর্ণ মানসিক প্রসন্নতার ফলে মৌন হয়েছিলেন; **প্রবৃদ্ধ-ভক্ত্যা**—ভক্তি বৃদ্ধির প্রবণতার ফলে; **প্রণয়-অশ্রু-লোচনঃ**—প্রণয়জনিত অশ্রুপূর্ণ নেত্রে; **প্রহৃষ্ট-রোম**—হর্ষজনিত রোমাঞ্চ; **অনমৎ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **আদি-পুরুষম্**—আদি পুরুষকে।

অনুবাদ

ভগবানকে দর্শন করা মাত্রই মহারাজ চিত্রকেতুর সমস্ত পাপ বিধৌত হয়েছিল এবং তাঁর অন্তঃকরণ নির্মল হওয়ার ফলে তিনি তাঁর স্বরূপগত কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তখন তিনি মৌনভাবে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতে করতে হর্ষে রোমাঞ্চিত হয়ে, ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আদি পুরুষ সঙ্কর্ষণকে প্রণাম করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *তদ্-দর্শন-ধ্বস্ত-সমস্ত-কিল্বিষঃ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যদি মন্দিরে নিয়মিতভাবে ভগবানকে দর্শন করেন, তা হলে তিনি কেবল শ্রীমন্দিরে গমন এবং ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শনের ফলে ধীরে ধীরে সমস্ত জড় বাসনার কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হলে মন সুস্থ হয় ও নির্মল হয় এবং কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

শ্লোক ৩২

স উত্তমশ্লোকপদাব্জবিষ্টরং
প্রেমাশ্রুলেশৈরুপমেহয়ন্মুহুঃ ।
প্রেমোপরুদ্ধাখিলবর্ণনির্গমো
নৈবাশকৎ তং প্রসমীড়িতুং চিরম্ ॥ ৩২ ॥

সঃ—তিনি; উত্তমশ্লোক—ভগবানের; পদাব্জ—শ্রীপাদপদ্মের; বিষ্টরম্—আসন; প্রেমাশ্রু—শুদ্ধ প্রেমের অশ্রু; লেশৈঃ—বিন্দুর দ্বারা; উপমেহয়ন্—সিক্ত করে; মুহুঃ—বার বার; প্রেম-উপরুদ্ধ—প্রেম গদ্‌গদ কণ্ঠে; অখিল—সমস্ত; বর্ণ—অক্ষরের; নির্গমঃ—উচ্চারণ করতে; ন—না; এব—বস্তুতপক্ষে; অশকৎ—সক্ষম হয়েছিলেন; তম্—তাঁকে; প্রসমীড়িতুম্—প্রার্থনা নিবেদন করতে; চিরম্—অনেকক্ষণ ধরে।

অনুবাদ

চিত্রকেতু তাঁর প্রেমাশ্রু ধারায় ভগবানের পাদপদ্ম-তলের আসন বার বার অভিষিক্ত করতে লাগলেন। প্রেমে গদ্‌গদ-কণ্ঠে ভগবানের উপযুক্ত প্রার্থনার বর্ণ উচ্চারণ করতে অসমর্থ হওয়ায়, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর স্তব করতে পারলেন না।

তাৎপর্য

সমস্ত অক্ষর এবং সেই অক্ষর দ্বারা নির্মিত শব্দগুলি ভগবানের স্তব করার নিমিত্ত। মহারাজ চিত্রকেতু অক্ষর নিয়ে সুন্দর শ্লোক তৈরি করে ভগবানের স্তব করার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু ভগবৎ প্রেমানন্দে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ার ফলে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি সেই সমস্ত অক্ষরগুলির সমন্বয়ে ভগবানকে প্রার্থনা নিবেদন করতে পারেননি। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৫/২২) বলা হয়েছে—

ইদং হি পুংসস্তপস শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধিদত্তয়োঃ ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥

যদি কারও বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা অন্য কোন যোগ্যতা থাকে এবং তিনি যদি জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করতে চান, তা হলে অতি সুন্দর কবিতা রচনা করে তাঁর ভগবানের প্রার্থনা করা উচিত অথবা তাঁর প্রতিভা ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা উচিত। চিত্রকেতু তা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভগবৎ প্রেমানন্দের ফলে তা করতে অসমর্থ হয়েছিলেন। তাই ভগবানকে প্রার্থনা নিবেদন করতে তাঁকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

শ্লোক ৩৩

ততঃ সমাধায় মনো মনীষয়া
বভাষ এতৎ প্রতিলব্ধবাগসৌ ।
নিয়ম্য সর্বেন্দ্রিয়বাহ্যবর্তনং
জগদ্গুরুং সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহম্ ॥ ৩৩ ॥

ততঃ—তারপর; **সমাধায়**—সংযত করে; **মনঃ**—মন; **মনীষয়া**—তাঁর বুদ্ধির দ্বারা; **বভাষ**—বলেছিলেন; **এতৎ**—এই; **প্রতিলব্ধ**—ফিরে পেয়ে; **বাক্**—বাণী; **অসৌ**—তিনি (রাজা চিত্রকেতু); **নিয়ম্য**—নিয়ন্ত্রিত করে; **সর্ব-ইন্দ্রিয়**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের; **বাহ্য**—বাহ্য; **বর্তনম্**—বিচরণের; **জগৎ-গুরুম্**—যিনি সকলের গুরু; **সাত্বত**—ভগবদ্ভক্তির; **শাস্ত্র**—শাস্ত্রের; **বিগ্রহম্**—মূর্তরূপ।

অনুবাদ

তারপর, তাঁর বুদ্ধির দ্বারা মনকে বশীভূত করে এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বাহ্যবৃত্তি নিরোধপূর্বক পুনরায় বাক্‌শক্তি লাভ করে সেই চিত্রকেতু ব্রহ্মসংহিতা,

নারদপঞ্চরাত্র আদি ভক্তিশাস্ত্রের (সাত্বত সংহিতার) মূর্তরূপ জগদ্‌গুরু ভগবানের স্তব করে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

জড় শব্দের দ্বারা ভগবানের স্তব করা যায় না। ভগবানের স্তব করতে হলে, মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা অবশ্য কর্তব্য। তখন ভগবানের স্তব করার উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণ থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রামাণিক ভক্তের দ্বারা গীত হয়নি যে গান তা গাইতে নিষেধ করেছেন।

অবৈষ্ণবমুখোদ্‌গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্ ।
শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥

যারা নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধ পালন করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে না, সেই অবৈষ্ণবের বাণী অথবা সঙ্গীত শুদ্ধ ভক্তদের গ্রহণ করা উচিত নয়। *সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে কখনও মায়িক বলে মনে করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তেরা কখনও ভগবানের কল্পিত রূপের স্তুতি করেন না। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানের রূপের সমর্থন করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

চিত্রকেতুরুবাচ

অজিত জিতঃ সমমতিভিঃ
সাধুভির্ভবান্ জিতাত্মভির্ভবতা ।
বিজিতাস্তেঽপি চ ভজতা-
মকামাত্মনাং য আত্মদোঽতিকরুণঃ ॥ ৩৪ ॥

চিত্রকেতুঃ উবাচ—রাজা চিত্রকেতু বললেন; **অজিত**—হে অজিত ভগবান; **জিতঃ**—বিজিত; **সম-মতিভিঃ**—যাঁরা তাঁদের মনকে সংযত করেছেন; **সাধুভিঃ**—ভক্তদের দ্বারা; **ভবান্**—আপনি; **জিত-আত্মভিঃ**—যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে সংযত করেছেন; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **বিজিতাঃ**—বিজিত; **তে**—তাঁরা; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **ভজতাম্**—যাঁরা সর্বদা আপনার সেবায় যুক্ত; **অকাম-আত্মনাম্**—যাঁদের জড়-জাগতিক লাভের কোন বাসনা নেই; **যঃ**—যিনি; **আত্মদঃ**—নিজেকে দান করেন; **অতি-করুণঃ**—অত্যন্ত দয়ালু।

অনুবাদ

চিত্রকেতু বললেন—হে অজিত ভগবান, যদিও আপনি অন্যের দ্বারা অজিত, তবু আপনার যে ভক্ত তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করেছেন, তাঁর দ্বারা আপনি বিজিত হন। তাঁরা আপনাকে তাঁদের অধীনে রাখতে পারেন, কারণ যে ভক্তেরা আপনার কাছে কোন জড়-জাগতিক লাভের বাসনা করেন না, তাঁদের প্রতি আপনি অহৈতুকী কৃপাপরায়ণ। প্রকৃতপক্ষে সেই নিষ্কাম ভক্তদের আপনি আহ্বান করেন, সেই জন্য আপনিও আপনার সেই ভক্তদের সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করেছেন।

তাৎপর্য

ভগবান এবং ভক্ত উভয়েরই জয় হয়। ভগবান ভক্তের দ্বারা এবং ভক্ত ভগবানের দ্বারা বিজিত হন। পরস্পরের দ্বারা বিজিত হওয়ার ফলে, তাঁরা উভয়েই তাঁদের সেই সম্পর্কের মাধ্যমে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন। পরস্পরের বিজয় হওয়ার পরম সিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীদের দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে। গোপীরা কৃষ্ণকে জয় করেছিলেন এবং কৃষ্ণ গোপীদের জয় করেছিলেন। এইভাবে যখন কৃষ্ণ তাঁর বাঁশী বাজাতেন, তিনি গোপীদের মন জয় করতেন, এবং গোপীদের না দেখে কৃষ্ণ সুখী হতে পারতেন না। জ্ঞানী, যোগী আদি অন্যান্য পরমার্থবাদীরা কখনও ভগবানকে জয় করতে পারে না; শুদ্ধ ভক্তেরাই কেবল ভগবানকে জয় করতে পারেন।

শুদ্ধ ভক্তদের সমমতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তাঁরা কখনও কোন পরিস্থিতিতে ভগবদ্ভক্তি থেকে বিচলিত হন না। এমন নয় যে ভক্তেরা যখন সুখে থাকে, তখনই কেবল ভগবানের আরাধনা করে; তাঁরা দুঃখেও ভগবানের আরাধনা করেন। সুখ এবং দুঃখ ভগবদ্ভক্তির পথে কখনও বাধা সৃষ্টি করে না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভগবদ্ভক্তিকে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবদ্ভক্ত যখন অন্যাভিলাষ-শূন্য হয়ে ভগবানের সেবা করেন, তখন তাঁর সেই সেবা কোন জড়-জাগতিক পরিস্থিতির দ্বারা প্রতিহত হতে পারে না (অপ্রতিহতা)। এইভাবে যে ভক্ত জীবনের সর্ব অবস্থাতেই ভগবানের সেবা করেন, তিনি ভগবানকে জয় করতে পারেন।

ভক্ত এবং জ্ঞানী, যোগী আদি অন্যান্য পরমার্থবাদীদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জ্ঞানী এবং যোগীরা কৃত্রিমভাবে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কখনও সেই প্রকার অসম্ভব কার্য সাধনের বাসনা করেন না। ভগবদ্ভক্তেরা জানেন যে, তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের নিত্য দাস এবং তাই তাঁরা কখনও ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চান না। তাই তাঁদের বলা হয় সমমতি বা

জিতাত্মা । ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অভিলাষকে তাঁরা অত্যন্ত জঘন্য বলে মনে করেন। ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার কোন বাসনা তাঁদের নেই; পক্ষান্তরে তাঁরা সমস্ত জড়-জাগতিক আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হতে চান। তাই তাঁদের বলা হয় নিষ্কাম। জীব বাসনা না করে থাকতে পারে না, কিন্তু যে বাসনা কখনই পূর্ণ হবার নয়, তাকে বলা হয় কাম। *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ*—কাম-বাসনার ফলে অভক্তেরা তাদের বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। তাই তারা ভগবানকে জয় করতে পারে না, কিন্তু ভক্তেরা এই প্রকার অবান্তর বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে জয় করতে পারেন। এই প্রকার ভক্তেরাও ভগবানের দ্বারা বিজিত হন। যেহেতু তাঁরা জড় বাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে শুদ্ধ, তাই তাঁরা সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হন, এবং তাই ভগবান তাঁদের জয় করেন। এই প্রকার ভক্ত কখনও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁরা কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করতে চান। যেহেতু তাঁরা কোন প্রকার পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাই তাঁরা ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারেন। ভগবান স্বভাবতই অত্যন্ত দয়ালু, এবং যখন তিনি দেখেন যে, তাঁর ভৃত্য কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের আশা না নিয়ে তাঁর সেবা করছেন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেন।

ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন।

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে ।

তাঁদের ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্যকলাপ ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকে। এই প্রকার ভক্তির ফলে ভগবান তাঁর ভক্তের কাছে নিজেকে দান করেন, যেন তাঁরা তাঁকে যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে ব্যবহার করতে পারেন। ভগবদ্ভক্তের অবশ্য ভগবানের সেবা করা ছাড়া আর অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না। ভক্ত যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত হন, তখন তিনি আর কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না, তখন ভগবান তাঁকে নিশ্চিতভাবে সেবা করার সমস্ত সুযোগ দেন। এইভাবে ভগবান ভক্তের দ্বারা বিজিত হন।

শ্লোক ৩৫

তব বিভবঃ খলু ভগবন্
জগদুদয়স্থিতিলয়াদীনি ।
বিশ্বসৃজস্তেঽংশাংশা-
স্তত্র মৃষা স্পর্ধন্তি পৃথগভিমত্যা ॥ ৩৫ ॥

তব—আপনার; **বিভবঃ**—ঐশ্বর্য; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **জগৎ**—জগতের; **উদয়**—সৃষ্টি; **স্থিতি**—পালন; **লয়লীলা**—সংহার ইত্যাদি; **বিশ্ব-সৃজঃ**—জগৎস্রষ্টা; **তে**—তাঁরা; **অংশে-অংশোঃ**—আপনার অংশের অংশ-স্বরূপ; **তত্র**—তাতে; **মৃষা**—বৃথা; **স্পর্ধন্তি**—স্পর্ধা করে; **পৃথক্**—পৃথক; **অভিমত্যা**—ভ্রান্ত ধারণার বশে।

অনুবাদ

হে ভগবান, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ইত্যাদি আপনারই বৈভব। ব্রহ্মা আদি অন্যান্য স্রষ্টারা আপনারই অংশের অংশ। তাঁদের মধ্যে যে সৃষ্টি করার আংশিক শক্তি রয়েছে, তা তাঁদের ঈশ্বরে পরিণত করে না। স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলে তাঁদের যে অভিমান, তা বৃথা।

তাৎপর্য

যে ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়েছেন, তিনি ভালভাবেই জানেন যে, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত জীবের মধ্যে যে সৃজনী শক্তি রয়েছে, তার কারণ জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ। ভগবদ্গীতায় (১৫/৭) ভগবান বলেছেন, *মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*—"এই জড় জগতে জীবেরা আমারই শাশ্বত অংশ।" স্ফুলিঙ্গ যেমন আগুনের অংশ, তেমনই জীবও ভগবানের অতি ক্ষুদ্র অংশ। যেহেতু তারা ভগবানের অংশ, তাই জীবের মধ্যেও অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণে সৃষ্টি করার শক্তি রয়েছে।

আধুনিক জড় জগতের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা এরোপ্লেন ইত্যাদি তৈরি করেছে বলে অত্যন্ত গর্বিত, কিন্তু এরোপ্লেন তৈরি করার প্রকৃত কৃতিত্ব ভগবানের, তথাকথিত বৈজ্ঞানিকদের নয়। প্রথম বিচার্য বিষয় হচ্ছে বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধিমত্তা, সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) ভগবানের উক্তি আমাদের মনে রাখতে হবে, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানম্ অপোহনং চ*—"আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন বলে তাঁরই অনুপ্রেরণায় তারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করে অথবা কোন কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। অধিকন্তু, এরোপ্লেন আদি আশ্চর্যজনক যন্ত্রগুলি তৈরি করতে যে সমস্ত উপাদানগুলি ব্যবহার করা হয়, সেগুলিও ভগবানই সরবরাহ করেন, বৈজ্ঞানিকেরা নয়। বিমান সৃষ্টির পূর্বে, ভগবানেরই প্রভাবে সেই উপাদানগুলি ছিল। কিন্তু বিমানটি কিষ্ট হয়ে যাবার পর, তার ধ্বংসাবশেষ তথাকথিত স্রষ্টাদের কাছে সমস্যা

হয়ে দাঁড়ায়। আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে যে, পাশ্চাত্যে বহু গাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। এই গাড়ির উপাদানগুলি অবশ্যই ভগবান সরবরাহ করেছেন। অবশেষে যখন সেই গাড়িগুলি ফেলে দেওয়া হয়, তখন তথাকথিত স্রষ্টাদের কাছে সেই উপাদানগুলি নিয়ে তারা কি করবেন সেটা একটি মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃত স্রষ্টা বা মূল স্রষ্টা হচ্ছেন ভগবান। মধ্যবর্তী অবস্থায় কেবল কেউ ভগবানেরই প্রদত্ত বুদ্ধির দ্বারা ভগবানের দেওয়া উপাদানগুলিকে কোন রূপ প্রদান করে, এবং তারপর সেই সৃষ্টি আবার তাদের কাছে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অতএব তথাকথিত স্রষ্টাদের সেই সৃষ্টিকার্যে কোন কৃতিত্ব নেই। সমস্ত কৃতিত্বই ভগবানেরই প্রাপ্য। এখানে যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের সমস্ত কৃতিত্ব ভগবানের, জীবের নয়।

শ্লোক ৩৬

পরমাণুপরমমহতো-
ত্ত্বমাদ্যন্তান্তরবর্তী ত্রয়বিধুরঃ ।
আদাবন্তেঽপি চ সত্ত্বানাং
যদ্ ধ্রুবং তদেবান্তরালেঽপি ॥ ৩৬ ॥

পরম-অণু—পরমাণুর; **পরম-মহতোঃ**—(পরমাণুর সমন্বয়ের ফলে রচিত) বৃহত্তমের; **ত্বম্**—আপনি; **আদি-অন্ত**—আদি এবং অন্ত উভয়েই; **অন্তর**—এবং মধ্যে; **বর্তী**—বিরাজ করে; **ত্রয়-বিধুরঃ**—আদি, মধ্য ও অন্ত বিহীন হওয়া সত্ত্বেও; **আদৌ**—আদিতে; **অন্তে**—অন্তে; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **সত্ত্বানাম্**—সমস্ত অস্তিত্বের; **যৎ**—যা; **ধ্রুবম্**—স্থির; **তৎ**—তা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অন্তরালে**—মধ্যে; **অপি**—ও।

অনুবাদ

এই জগতে পরমাণু থেকে শুরু করে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড এবং মহত্তত্ত্ব পর্যন্ত সব কিছুরই আদি, মধ্য এবং অন্তে আপনি বর্তমান রয়েছেন। অথচ, আপনি আদি, অন্ত এবং মধ্য রহিত সনাতন। এই তিনটি অবস্থাতেই আপনার অবস্থা উপলব্ধি করা যায় বলে আপনি নিত্য। যখন জগতের অস্তিত্ব থাকে না, তখন আপনি আদি শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৩) বলা হয়েছে—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করি। তিনি অদ্বৈত, অচ্যুত, অনাদি এবং অনন্তরূপে প্রকাশিত, তবু তাঁর আদি রূপে সেই পুরাণ পুরুষ সর্বদা নবযৌবন-সম্পন্ন। ভগবানের এই নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময় রূপ বৈদিক শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরাও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তদের হৃদয়ে তা সর্বদা বিরাজমান।" পরমেশ্বর ভগবান সর্বকারণের পরম কারণ, তাই তাঁর কোন কারণ নেই। ভগবান কার্য এবং কারণের অতীত। তিনি নিত্য। ব্রহ্মসংহিতায় অন্য আর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, *অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*— ভগবান বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরেও রয়েছেন আবার ক্ষুদ্র পরমাণুতেও রয়েছেন। পরমাণুতে এবং ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের আবির্ভাব ইঙ্গিত করে যে, তাঁর উপস্থিতি ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, জল হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সমন্বয়, কিন্তু তারা যখন বিশাল মহাসাগরগুলি দর্শন করে, তখন তারা এই কথা ভেবে বিস্ময়ে হতবাক হয় যে, এত হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এল কোথা থেকে। তারা মনে করে সব কিছুরই উদ্ভব হয়েছে রাসায়নিক পদার্থ থেকে। কিন্তু রাসায়নিক পদার্থগুলি এল কোথা থেকে? তা তারা বলতে পারে না। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ, তাই তিনি রাসায়নিক বিকাশের জন্য প্রচুর মাত্রায় রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করতে পারেন। আমরা প্রকৃতপক্ষে দেখতে পাই যে, রাসায়নিক পদার্থগুলি জীব থেকে উৎপন্ন হচ্ছে। যেমন একটা লেবু গাছ বহু টন সাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি করে। সাইট্রিক অ্যাসিড বৃক্ষটির কারণ নয়। পক্ষান্তরে বৃক্ষটি হচ্ছে সাইট্রিক অ্যাসিডের কারণ। তেমনই, ভগবান সর্ব কারণের কারণ। যে বৃক্ষটি সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন করে তিনি তার কারণ (*বীজং মাং সর্বভূতানাম্*)। ভক্তরা দেখতে পান জগৎ প্রকাশকারী আদি শক্তি রাসায়নিক পদার্থগুলি নয়, পরমেশ্বর ভগবান, কারণ তিনি সমস্ত রাসায়নিক পদার্থেরও কারণ।

সব কিছুরই সৃষ্টি হয়েছে বা প্রকাশ হয়েছে ভগবানেরই শক্তির দ্বারা, এবং যখন সব কিছুর লয় হয়, তখন আদি শক্তি ভগবানের দেহে প্রবেশ করে। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *আদ্যন্তয়োঽপি চ সত্ত্বানাং যদ্ ধ্রুবং তদেবান্তরালেঽপি*। *ধ্রুবম্*

শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'স্থির বা অবিচল'। অবিচল সত্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, এই জড় জগৎ নয়। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, *অহম্ আদির্হি দেবানাম্* এবং *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর আদি কারণ। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আদি পুরুষরূপে চিনতে পেরেছিলেন (*পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম্ আদিদেবম্ অজং বিভুম্*), এবং ব্রহ্মসংহিতায় তাঁকে *গোবিন্দম্ আদিপুরুষম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সর্বকারণের পরম কারণ, তা আদিতেই হোক, অন্তে হোক অথবা মধ্যে হোক।

শ্লোক ৩৭

ক্ষিত্যাদিভিরেষ কিলাবৃতঃ
সপ্তভির্দশগুণোত্তরৈরণ্ডকোশঃ ।
যত্র পতত্যণুকল্পঃ
সহাণ্ডকোটিকোটিভিস্তদনন্তঃ ॥ ৩৭ ॥

ক্ষিতি-আদিভিঃ—মৃত্তিকা আদি জড় জগতের উপাদানের দ্বারা; **এষঃ**—এই; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **আবৃতঃ**—আচ্ছাদিত; **সপ্তভিঃ**—সাত; **দশ-গুণ-উত্তরৈঃ**—প্রত্যেকটি তার পূর্বটির থেকে দশগুণ অধিক; **অণ্ডকোশঃ**—ব্রহ্মাণ্ড; **যত্র**—যাতে; **পতত্তি**—পতিত হয়; **অণুকল্পঃ**—পরমাণুর মতো; **সহ**—সঙ্গে; **অণ্ড-কোটি-কোটিভিঃ**—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড; **তৎ**—অতএব; **অনন্তঃ**—আপনাকে অনন্ত বলা হয়।

অনুবাদ

প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কার—এই সাতটি আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং প্রতিটি আবরণ পূর্ববর্তীটির থেকে দশগুণ অধিক। এই ব্রহ্মাণ্ডটি ছাড়া আরও কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং সেগুলি আপনার মধ্যে পরমাণুর মতো পরিভ্রমণ করছে। তাই আপনি অনন্ত নামে প্রসিদ্ধ।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৮) বলা হয়েছে—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

জড় সৃষ্টির মূল মহাবিষ্ণু, যিনি কারণ সমুদ্রে শয়ন করেন। তিনি যখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তখন তাঁর সেই নিঃশ্বাসের ফলে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, এবং তিনি যখন শ্বাস গ্রহণ করেন তখন সেগুলির বিনাশ হয়। এই মহাবিষ্ণু কৃষ্ণ বা গোবিন্দের অংশের অংশ কলা। কলা শব্দটির অর্থ অংশের অংশ। কৃষ্ণ বা গোবিন্দ থেকে বলরাম প্রকাশিত হন; বলরাম থেকে সঙ্কর্ষণ; সঙ্কর্ষণ থেকে নারায়ণ; নারায়ণ থেকে দ্বিতীয় সঙ্কর্ষণ; দ্বিতীয় সঙ্কর্ষণ থেকে মহাবিষ্ণু; মহাবিষ্ণু থেকে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেন। এই বর্ণনাটি থেকে আমরা অনন্ত শব্দটির অর্থ অনুমান করতে পারি। তা হলে ভগবানের অনন্ত শক্তি এবং অস্তিত্বের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে? এই শ্লোকে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বর্ণনা করা হয়েছে (সপ্তভির্দশগুণোত্তরৈরাবৃতঃ কোশঃ)। প্রথম আবরণ মাটির, দ্বিতীয় জলের, তৃতীয় আগুনের, চতুর্থ বায়ুর, পঞ্চম আকাশের, ষষ্ঠ মহত্তত্ত্বের এবং সপ্তম অহঙ্কারের। মাটি থেকে শুরু করে প্রতিটি আবরণ উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক। এইভাবে আমরা অনুমান করতে পারি এক-একটি ব্রহ্মাণ্ড কি বিশাল, এবং এই রকম কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। এই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (১০/৪২) প্রতিপন্ন হয়েছে—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

"হে অর্জুন, অধিক আর কি বলব, এইমাত্র জেনে রাখ যে, আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি।" সমগ্র জড় জগৎ ভগবানের শক্তির এক-চতুর্থাংশ মাত্র। তাই তাঁকে বলা হয় অনন্ত।

শ্লোক ৩৮

বিষয়তৃষো নরপশবো
য উপাসতে বিভূতীর্ন পরং ত্বাম্।
তেষামাশিষ ঈশ
তদনু বিনশ্যন্তি যথা রাজকুলম্॥ ৩৮॥

বিষয়-তৃষঃ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের তৃষ্ণা; **নর-পশবঃ**—পশুসদৃশ মানুষেরা; **যে**—যারা; **উপাসতে**—অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে উপাসনা করে; **বিভূতীঃ**—ভগবানের ক্ষুদ্র

কণাসদৃশ (দেবতাগণ); ন—না; **পরম্**—পরম; **ত্বাম্**—আপনি; **তেষাম্**—তাদের; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **ঈশ**—হে পরমেশ্বর; **তৎ**—তাঁদের (দেবতাদের); **অনু**—পরে; **বিনশ্যন্তি**—বিনষ্ট হবে; **যথা**—যেমন; **রাজ-কুলম্**—সরকারের দ্বারা অনুগৃহীত ব্যক্তিদের ভোগ (যখন সরকারের পতনের পর নষ্ট হয়ে যায়)।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান, যে সমস্ত বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা জড় সুখভোগের পিপাসু এবং দেব-দেবীদের উপাসনা করে, তারা নরপশুতুল্য। তাদের পার্থিক প্রবণতার ফলে, তারা আপনার আরাধনা না করে নগণ্য দেবতাদের উপাসনা করে, যাঁরা আপনার বিভূতির কণিকা-সদৃশ। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যখন লয় হয়ে যায়, তখন দেবতা সহ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদও বিনষ্ট হয়ে যায়, ঠিক যেভাবে রাজা ক্ষমতাচ্যুত হলে, তাঁর অনুগৃহীত ব্যক্তিদের ভোগসমূহও নষ্ট হয়ে যায়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/২০) বলা হয়েছে, *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*—"যাদের মনোবৃত্তি কামের দ্বারা বিকৃত হয়ে গেছে, তারাই দেবতাদের শরণাগত হয়।" তেমনই এই শ্লোকে দেবতাদের পূজার নিন্দা করা হয়েছে। দেব-দেবীদের আমরা শ্রদ্ধা করতে পারি, কিন্তু তাঁরা উপাস্য নন। যারা দেব-দেবীদের পূজা করে, তাদের বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে (*হৃতজ্ঞানা*), কারণ সেই সমস্ত উপাসকেরা জানে না যে, সমগ্র জড় জগৎ যখন লয় হয়ে যায়, তখন এই জড় জগতের বিভিন্ন বিভাগের অধিকর্তা-স্বরূপ দেবতারাও বিনষ্ট হয়ে যায়। দেবতাদের যখন বিনাশ হয়, তখন যে সমস্ত বুদ্ধিহীন মানুষেরা তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করেছিল, সেগুলিও বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই ভগবদ্ভক্তের দেবদেবীদের পূজা করে জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। তাঁদের কর্তব্য ভগবানের সেবা করা, যিনি তাঁদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করবেন।

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধ থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৩/১০) এটিই আদর্শ মানুষের কর্তব্য। মনুষ্য আকৃতি লাভ

করলেও যাদের কার্যকলাপ পশুর মতো, তাদের বলা হয় নরপশু বা দ্বিপদপশু। যে সমস্ত মানুষ কৃষ্ণভক্তিতে আগ্রহী নয়, তাদের এখানে নরপশু বলে নিন্দা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৯

কামধিয়স্ত্বয়ি রচিতা
ন পরম রোহন্তি যথা করম্ভবীজানি ।
জ্ঞানাত্মন্যগুণময়ে
গুণগণতোঽস্য দ্বন্দ্বজালানি ॥ ৩৯ ॥

কাম-ধিয়ঃ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **রচিতাঃ**—অনুষ্ঠিত; **ন**—না; **পরম**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **রোহন্তি**—বর্ধিত হয় (অন্য শরীর উৎপন্ন করে); **যথা**—যেমন; **করম্ভ-বীজানি**—দগ্ধ বীজ; **জ্ঞান-আত্মনি**—যাঁর অস্তিত্ব পূর্ণ জ্ঞানময় সেই আপনাতে; **অগুণ-ময়ে**—যিনি জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না; **গুণ-গণতঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে; **অস্য**—ব্যক্তির; **দ্বন্দ্ব-জালানি**—দ্বৈত ভাবের জাল বা সংসার-বন্ধন।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর, কেউ যদি জড় ঐশ্বর্যের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনার বশেও সমস্ত জ্ঞানের উৎস এবং নির্গুণ আপনার উপাসনা করে, তা হলে দগ্ধ বীজ থেকে যেমন অঙ্কুর জন্মায় না, তেমনই তাদেরও আর পুনরায় এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলেই জীবকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। কিন্তু আপনি যেহেতু জড়া প্রকৃতির অতীত, তাই যে নির্গুণ স্তরে আপনার সঙ্গ করে সেও জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

তাৎপর্য

এই সত্য *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার

নিত্য ধাম লাভ করেন।" কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে জানার জন্য কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ হন, তা হলে তিনি অবশ্যই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হতে পারবেন। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*—কৃষ্ণজ্ঞানায় মুক্ত হওয়ার ফলে অথবা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানার ফলে, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা লাভ হয়। এমন কি ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরাও ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের আরাধনা করতে পারেন। বহু জড় বাসনা থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির স্তরে আসেন, তা হলে তিনিও ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গ করার ফলে, ক্রমশ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। ভগবান এবং তাঁর পবিত্র নাম অভিন্ন। তাই ভগবানের নাম কীর্তনের ফলে বিষয়াসক্তি দূর হয়ে যায়। জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে জড় সুখভোগের প্রতি অনীহা এবং কৃষ্ণের প্রতি দৃঢ় আসক্তি। কেউ যদি কোন না কোন মতে কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন, এমন কি তা যদি জড়-জাগতিক লাভের জন্যও হয়, তার ফলে তিনি মুক্ত হবেন। *কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাৎ*। এমন কি কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ অথবা অন্য কোন কারণের বশেও যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণের কাছে আসেন, তা হলেও তাঁর জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ৪০

জিতমজিত তদা ভবতা
যদাহ ভাগবতং ধর্মমনবদ্যম্ ।
নিষ্কিঞ্চনা যে মুনয়
আত্মারামা যমুপাসতেঽপবর্গায় ॥ ৪০ ॥

জিতম্—বিজিত; **অজিত**—হে অজিত; **তদা**—তখন; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **যদা**—যখন; **আহ**—বলেছিলেন; **ভাগবতম্**—ভগবানের সমীপবর্তী হতে ভক্তকে যা সাহায্য করে; **ধর্মম্**—ধর্ম; **অনবদ্যম্**—অনবদ্য (নিষ্কলুষ); **নিষ্কিঞ্চনাঃ**—জড় ঐশ্বর্যের মাধ্যমে সুখী হওয়ার বাসনা যাদের নেই; **যে**—যাঁরা; **মুনয়ঃ**—মহান দার্শনিক এবং ঋষিগণ; **আত্ম-আরামাঃ**—(সম্পূর্ণরূপে ভগবানের নিত্য দাসরূপে তাঁদের স্বরূপ অবগত হওয়ার ফলে) যাঁরা আত্মতৃপ্ত; **যম্**—যাঁকে; **উপাসতে**—আরাধনা করে; **অপবর্গায়**—জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য।

অনুবাদ

হে অজিত, আপনি যখন আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভের পন্থাস্বরূপ নিষ্কলুষ ভাগবত-ধর্ম বলেছিলেন, তখন আপনার বিজয় হয়েছিল। চতুঃসনদের মতো জড় বাসনামুক্ত আত্মারামেরাও জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আপনার আরাধনা করেন। অর্থাৎ, আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভের জন্য তাঁরা ভাগবত-ধর্মের পন্থা অবলম্বন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* বলেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"সকাম কর্ম অথবা দার্শনিক জ্ঞানের মাধ্যমে কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের বাসনা না করে ভগবানের প্রতি যে দিব্য প্রেমময়ী সেবা, তাকে বলা হয় উত্তমা ভক্তি।"

নারদ-পঞ্চরাত্রেও বলা হয়েছে—

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্ ।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

"সব রকম জড় উপাধি এবং সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে, যখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষীকেশের সেবা করা হয়, তাকে বলা হয় ভগবদ্ভক্তি।" তাকে ভাগবত-ধর্মও বলা হয়। নিষ্কামভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা উচিত। সেই উপদেশ *ভগবদ্গীতা, নারদ-পঞ্চরাত্র* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* দেওয়া হয়েছে। নারদ, শুকদেব গোস্বামী এবং গুরু-পরম্পরার ধারায় তাঁদের বিনীত সেবকেরা যাঁরা ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি, তাঁদের দ্বারা যে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পন্থা নিরূপিত হয়েছে, তাকে বলা হয় ভাগবত-ধর্ম। এই ভাগবত-ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করার ফলে মানুষ তৎক্ষণাৎ সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারেন। ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবেরা এই জড় জগতে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে। তাঁরা যখন স্বয়ং ভগবান কর্তৃক উপদিষ্ট ভাগবত-ধর্মের পন্থা অবলম্বন করেন, তখন ভগবানের বিজয় হয়, কারণ তিনি তখন সেই সমস্ত অধঃপতিত জীবদের পুনরায় তাঁর অধিকারে নিয়ে আসেন। ভাগবত-ধর্ম অনুশীলনকারী ভক্তেরা ভগবানের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন। তিনি ভাগবত-ধর্মবিহীন জীবন এবং ভাগবত-ধর্ম সমন্বিত জীবনের

মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারেন এবং তাই তিনি চিরকাল ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকেন। কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করলে এবং অধঃপতিত জীবদের কৃষ্ণভক্তিতে নিয়ে আসা হলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জয় হয়।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

"সমস্ত মনুষ্যের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম, যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা যায়। সেই ভক্তিবলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে আত্মা যথার্থ প্রসন্নতা লাভ করে।" শ্রীমদ্ভাগবত (১/২/৬) তাই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শুদ্ধ চিন্ময় ধর্মের পন্থা।

শ্লোক ৪১

বিষমমতির্ন যত্র নৃণাং
ত্বমহমিতি মম তবেতি চ যদন্যত্র ।
বিষমধিয়া রচিতো যঃ
স হ্যবিশুদ্ধঃ ক্ষয়িষ্ণুরধর্মবহুলঃ ॥ ৪১ ॥

বিষম—বিভেদ (তোমার ধর্ম, আমার ধর্ম, তোমার বিশ্বাস, আমার বিশ্বাস); **মতিঃ**—চেতনা; **ন**—না; **যত্র**—যাতে; **নৃণাম্**—মানব-সমাজের; **ত্বম্**—তুমি; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এই প্রকার; **মম**—আমার; **তব**—তোমার; **ইতি**—এই প্রকার; **চ**—ও; **যৎ**—যা; **অন্যত্র**—অন্যথানে (ভাগবত ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মে); **বিষম-ধিয়া**—এই প্রকার ভেদ বুদ্ধির দ্বারা; **রচিতঃ**—নির্মিত; **যঃ**—যা; **সঃ**—সেই ধর্মের পন্থা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অবিশুদ্ধঃ**—অশুদ্ধ; **ক্ষয়িষ্ণুঃ**—নশ্বর; **অধর্ম-বহুলঃ**—অধর্মে পূর্ণ।

অনুবাদ

ভাগবত-ধর্ম ব্যতীত অন্য সমস্ত ধর্ম বিরুদ্ধ ভাবনায় পূর্ণ হওয়ার ফলে, সকাম কর্ম এবং "তুমি ও আমি" এবং "তোমার ও আমার" এই প্রকার বিরুদ্ধ ধারণা সমন্বিত। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগামীদের এই প্রকার বিষম বুদ্ধি নেই। তাঁরা সকলেই কৃষ্ণভাবনাময় এবং তাঁরা সব সময় মনে করেন যে, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের। যে সমস্ত নিম্নস্তরের ধর্ম শত্রু-সংহার এবং যোগশক্তি লাভের জন্য সাধিত

হয়, তা কাম এবং বিদ্বেষে পূর্ণ হওয়ার ফলে অশুদ্ধ এবং নশ্বর। যেহেতু সেগুলি হিংসাপরায়ণ, তাই সেগুলি অধর্মে পূর্ণ।

তাৎপর্য

ভাগবত-ধর্মে কোন বিরোধ নেই। "তোমার ধর্ম" এবং "আমার ধর্ম" এই মনোভাব ভাগবত-ধর্মে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। ভাগবত-ধর্মের অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করা, যে সম্বন্ধে তিনি ভগবদ্গীতায় বলেছেন—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। ভগবান এক, এবং ভগবান সকলের। তাই সকলের অবশ্য কর্তব্য ভগবানের শরণাগত হওয়া। সেটিই বিশুদ্ধ ধর্ম। ভগবানের নির্দেশই হচ্ছে ধর্ম (*ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ-প্রণীতম্*)। ভাগবত-ধর্মে "তুমি কি বিশ্বাস কর" এবং "আমি কি বিশ্বাস করি" এই ধরনের কোন প্রশ্ন নেই। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে বিশ্বাস করা এবং তাঁর আদেশ পালন করা। *আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্*—কৃষ্ণ যা বলেছেন, ভগবান যা বলেছেন, তাই পালন করতে হবে। সেটিই হচ্ছে ধর্ম।

কেউ যদি প্রকৃতই কৃষ্ণভক্ত হন, তা হলে তাঁর কোন শত্রু থাকতে পারে না। যেহেতু তাঁর একমাত্র কাজ হচ্ছে সকলকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে অনুপ্রাণিত করা, তা হলে তাঁর শত্রু থাকে কি করে? যদি কেউ হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, এই ধর্ম অথবা ঐ ধর্মের পক্ষ অবলম্বন করে, তা হলে সংঘর্ষ হতে পারে। ইতিহাসে দেখা যায় যে, ভগবান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণাবিহীন বিভিন্ন ধর্মমতের অনুগামীরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। মানব-সমাজের ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, কিন্তু যে ধর্ম ভগবৎ-সেবোন্মুখ নয়, সেই ধর্ম অনিত্য এবং বিদ্বেষ-ভাবপূর্ণ হওয়ার ফলে তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। এই প্রকার ধর্মের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্বেষ তাই ক্রমশ বর্ধিত হতে থাকে। তাই মানুষের কর্তব্য "আমার বিশ্বাস" "তোমার বিশ্বাস" এই মনোভাব পরিত্যাগ করা। সকলেরই কর্তব্য ভগবানকে বিশ্বাস করা এবং তাঁর শরণাগত হওয়া। সেটিই ভাগবত-ধর্ম।

ভাগবত-ধর্ম কোন মনগড়া সংকীর্ণ বিশ্বাস নয়, কারণ এতে গবেষণা করা হয় কিভাবে সব কিছু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত (*ঈশাবাস্যম্ ইদং সর্বম্*)। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*—ব্রহ্মণ্ বা পরম সব কিছুতে বিদ্যমান। ভাগবত-ধর্ম সর্বত্র ভগবানের উপস্থিতি স্বীকার করে। ভাগবত-ধর্ম মনে করে না যে, এই জগতে সব কিছুই মিথ্যা। যেহেতু সব কিছুই ভগবান থেকে উদ্ভূত, তাই কোন কিছু মিথ্যা হতে পারে না। ভগবানের সেবায় সব কিছুরই কিছু না কিছু উপযোগিতা রয়েছে। যেমন, আমি এখন কিকটেটিং মেসিনের মাইক্রোফোনে

কথা বলছি, এবং এইভাবে এই মেশিনটিও ভগবানের সেবায় যুক্ত হচ্ছে। যেহেতু আমরা এটিকে ভগবানের সেবায় ব্যবহার করছি, তার ফলে এটিও ব্রহ্ম। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মের এই অর্থ। সব কিছুই ব্রহ্মন্ কারণ সব কিছুই ভগবানের সেবায় ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন কিছুই মিথ্যা নয়, সব কিছুই সত্য।

ভাগবত-ধর্মকে সর্বোৎকৃষ্ট বলা হয়, কারণ যারা এই ভাগবত-ধর্ম অনুসরণ করেন, তাঁরা কারও প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ নন। শুদ্ধ ভাগবত বা শুদ্ধ ভক্তেরা নির্মৎসর হয়ে সকলকে কৃষ্ণভাবামৃত আন্দোলনে যোগদান করতে নিমন্ত্রণ করেন। ভক্ত তাই ঠিক ভগবানের মতো। সুহৃদং সর্বভূতানাম্—তিনি সমস্ত জীবের বন্ধু। তাই এটিই সমস্ত ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তথাকথিত সমস্ত ধর্মগুলি বিশেষ পন্থায় বিশ্বাসী বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য। ভাগবত-ধর্ম বা কৃষ্ণভক্তিতে এই ধরনের ভেদভাবের কোন অবকাশ নেই। ভগবানকে বাদ দিয়ে অন্য সমস্ত দেব-দেবীদের বা অন্য কারোর উপাসনা করার যে সমস্ত ধর্ম, সেগুলি যদি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখি, তা হলে দেখতে পাব সেগুলি বিদ্বেষে পূর্ণ, তাই সেগুলি অশুদ্ধ।

শ্লোক ৪২

কঃ ক্ষেমো নিজপরয়োঃ
কিয়ান্ বার্থঃ স্বপরদ্রুহা ধর্মেণ ।
স্বদ্রোহাৎ তব কোপঃ
পরসংপীড়য়া চ তথাধর্মঃ ॥ ৪২ ॥

কঃ—কি; ক্ষেমঃ—লাভ; নিজ—নিজের; পরয়োঃ—এবং অন্যের; কিয়ান্—কতখানি; বা—অথবা; অর্থঃ—উদ্দেশ্য; স্ব-পরদ্রুহা—যা অনুষ্ঠানকারী এবং অন্যের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ; ধর্মেণ—ধর্মে; স্বদ্রোহাৎ—নিজের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ; তব—আপনার; কোপঃ—ক্রোধ; পর-সংপীড়য়া—অন্যদের কষ্ট দিয়ে; চ—ও; তথা—এবং; অধর্মঃ—অধর্ম।

অনুবাদ

যে ধর্ম নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, সেই ধর্ম কিভাবে নিজের অথবা অন্যের মঙ্গলজনক হতে পারে? এই প্রকার ধর্ম অনুশীলন করার ফলে কি কল্যাণ হতে পারে? তার ফলে কি কখনও কোন লাভ হতে পারে?

আত্মদ্রোহী হয়ে নিজের আত্মাকে কষ্ট দিয়ে এবং অন্যদের কষ্ট দিয়ে, তারা আপনার ক্রোধ উৎপাদন করে এবং অধর্ম আচরণ করে।

তাৎপর্য

ভগবানের নিত্য দাসরূপে ভগবানের সেবা করার ভাগবত-ধর্ম ব্যতীত অন্য সমস্ত ধর্মের পন্থা হচ্ছে নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হওয়ার পন্থা। যেমন অনেক ধর্মে পশুবলির প্রথা রয়েছে। এই প্রকার পশুবলি ধর্ম-অনুষ্ঠানকারী এবং পশু উভয়েরই প্রতি অমঙ্গলজনক। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে কসাইখানা থেকে মাংস কিনে না খাওয়ার পরিবর্তে কালীর কাছে পশু বলি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কালীর কাছে পশু বলি দিয়ে মাংস খাওয়ার অনুমতি ভগবানের আদেশ নয়। যারা মাংস না খেয়ে থাকতে পারে না, সেই সমস্ত দুর্ভাগাদের জন্য এটি একটি ছাড় মাত্র। এইভাবে পশুবলি দেওয়ার অনুমতির উদ্দেশ্য হচ্ছে অসংযতভাবে মাংস আহার করার প্রবৃত্তি সংযত করা। চরমে এই প্রকার ধর্মের নিন্দা করা হয়েছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"অন্য সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" সেটিই ধর্মের শেষ কথা।

কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, পশুবলি দেবার বিধান বেদে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই বিধানটি প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণ। এই বৈদিক নিয়ন্ত্রণটি না থাকলে মানুষ বাজার থেকে মাংস কিনবে, এবং তার ফলে বাজারগুলি মাংসের দোকানে পূর্ণ হবে এবং কসাইখানার সংখ্যা বাড়তে থাকবে। তা নিয়ন্ত্রণের জন্য বেদে কখনও কখনও কালীর কাছে পাঁঠা আদি নগণ্য পশু বলি দিয়ে তার মাংস আহার করার কথা বলা হয়েছে। সে যাই হোক, যে ধর্মে পশুবলির বিধান দেওয়া হয় তা অনুষ্ঠাতা এবং বলির পশু উভয়েরই পক্ষে অশুভ। যে সমস্ত মাংসপরায়ণ ব্যক্তিরা মহা আড়ম্বরে পশু বলি দেয়, ভগবদ্গীতায় (১৬/১৭) তাদের এইভাবে নিন্দা করা হয়েছে—

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ॥

"সেই আত্মাভিমানী, অনম্র এবং ধন, মান ও মদান্বিত ব্যক্তিরা অবিধিপূর্বক দম্ভ সহকারে নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে।" কখনও কখনও মহা আড়ম্বরে কালীপূজা করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পশু বলি দেওয়া হয়, কিন্তু এই প্রকার উৎসব যজ্ঞ বলে অনুষ্ঠিত হলেও তা প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ নয়, কারণ যজ্ঞের উদ্দেশ্য ভগবানের সন্তুষ্টি

বিধান করা। তাই এই যুগের জন্য বিশেষ করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,*যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*—যাঁরা সুমেধা-সম্পন্ন বা বুদ্ধিমান তাঁরা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধান করবেন। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা কিন্তু ভগবান কর্তৃক নিন্দিত হয়েছে—

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

"অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের দ্বারা বিমোহিত হয়ে, অসুরস্বভাব ব্যক্তিরা স্বীয় দেহে এবং পরদেহে অবস্থিত পরমেশ্বর-স্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং প্রকৃত ধর্মের নিন্দা করে। সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি।" (ভগবদ্গীতা ১৬/১৮-১৯) এই সমস্ত ব্যক্তিদের ভগবান নিন্দা করেছেন, যে সম্বন্ধে তব *ক্রোধঃ* শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। হত্যাকারী নিজের এবং যাকে সে হত্যা করে তার উভয়েরই ক্ষতি করে। কারণ হত্যা করার অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে এবং ফাঁসী দেওয়া হবে। কেউ যদি মানুষের তৈরি সরকারি আইন ভঙ্গ করে, তা হলে সে রাষ্ট্রের আইন এড়াতে পারে, পালিয়ে গিয়ে প্রাণদণ্ড এড়াতে পারে, কিন্তু ভগবানের আইন কখনও এড়ানো যায় না। যারা পশু হত্যা করে, পরবর্তী জীবনে তারা সেই সমস্ত পশুদের দ্বারা নিহত হবে। প্রকৃতির এটিই নিয়ম। পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*, সকলেরই পালন করা কর্তব্য। কেউ যদি অন্য কোন ধর্ম অনুসরণ করে, তা হলে সে বিভিন্নভাবে ভগবান কর্তৃক দণ্ডিত হবে। তাই কেউ যদি মনগড়া ধর্মমত অনুসরণ করে, তা হলে সে কেবল পরদ্রোহী নয়, নিজের প্রতিও দ্রোহ করে। তার ফলে সেই ধর্মের পন্থা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/৮) বলা হয়েছে—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

"স্বীয় বৃত্তি অনুসারে বর্ণাশ্রম পালন রূপ স্ব-ধর্ম অনুষ্ঠান করার ফলেও যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তির উদয় না হয়, তা হলে তা বৃথা শ্রম মাত্র।" যে ধর্মের পন্থা অনুশীলনের ফলে কৃষ্ণভক্তি বা ভগবৎ-চেতনার উদয় হয় না, তা কেবল ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র।

শ্লোক ৪৩

ন ব্যভিচরতি তবেক্ষা
যন্না হ্যভিহিতো ভাগবতো ধর্মঃ ।
স্থিরচরসত্ত্বকদম্বে-
ষ্বপৃথগ্ধিয়ো যমুপাসতে ত্বার্যাঃ ॥ ৪৩ ॥

ন—না; ব্যভিচরতি—ব্যর্থ হয়; তব—আপনার; ঈক্ষা—দৃষ্টিভঙ্গি; যয়া—যার দ্বারা; হি—বস্তুতপক্ষে; অভিহিতঃ—কথিত; ভাগবতঃ—আপনার উপদেশ এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে ; ধর্মঃ—ধর্ম; স্থির—স্থির; চর—গতিশীল; সত্ত্ব-কদম্বেষু—জীবদের মধ্যে; অপৃথক্-ধিয়ঃ—ভেদভাব রহিত; যম্—যা; উপাসতে—অনুসরণ করে; ত্ব—নিশ্চিতভাবে; আর্যাঃ—যাঁরা সভ্যতায় উন্নত।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনার যে দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভগবদ্গীতায় মানুষের ধর্ম উপদিষ্ট হয়েছে, সেই দৃষ্টি কখনও জীবনের চরম উদ্দেশ্য থেকে বিচলিত হয় না। যাঁরা আপনার পরিচালনায় সেই ধর্ম অনুশীলন করেন, তাঁরা স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীবের প্রতিই সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, এবং তাঁরা কখনও উচ্চ-নিচ বিচার করেন না। তাঁদের বলা হয় আর্য। এই প্রকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবান আপনারই উপাসনা করেন।

তাৎপর্য

ভাগবত-ধর্ম এবং কৃষ্ণকথা একই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে, সকলেই যেন গুরু হয়ে ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, বেদান্ত-সূত্র আদি বৈদিক শাস্ত্র থেকে কৃষ্ণ-উপদেশ সর্বত্র প্রচার করেন। সভ্যতায় অগ্রণী আর্যেরা ভাগবত-ধর্ম অনুসরণ করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ পাঁচ বছর বয়স্ক বালক হওয়া সত্ত্বেও উপদেশ দিয়েছেন—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৬/১)

প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পাঠশালায় শিক্ষকদের অনুপস্থিতিতে যখনই সুযোগ পেতেন, তখনই তাঁর সহপাঠীদের ভাগবত-ধর্ম উপদেশ দিতেন। তিনি তাদের বলেছিলেন

জীবনের শুরু থেকেই, পাঁচ বছর বয়স থেকে ভাগবত-ধর্ম আচরণ করা উচিত, কারণ মনুষ্য জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ এবং এই মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বিষয়টি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা।

ভাগবত-ধর্মের অর্থ হচ্ছে ভগবানের উপদেশ অনুসারে জীবন যাপন করা। ভগবদ্গীতায় আমরা দেখতে পাই যে, ভগবান মনুষ্য-সমাজকে চারটি বর্ণে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র) বিভক্ত করেছেন। পুনরায় পুরাণ আদি বৈদিক শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষের পারমার্থিক জীবনও চারটি আশ্রমে বিভক্ত করা হয়েছে। অতএব ভাগবত-ধর্মের অর্থ হচ্ছে বর্ণাশ্রম-ধর্ম।

মানুষের কর্তব্য ভগবানের নির্দেশ অনুসারে এই ভাগবত-ধর্ম অনুসরণ করে জীবন যাপন করা, এবং যাঁরা তা করেন তাঁদের বলা হয় আর্য। আর্য সভ্যতা নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের নির্দেশ পালন করে এবং কখনও সেই পরম পবিত্র নির্দেশ থেকে বিচলিত হয় না। এই প্রকার সভ্য মানুষেরা গাছপালা, পশুপক্ষী, মানুষ এবং অন্যান্য জীবনের মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করেন না। *পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ* —যেহেতু তাঁরা কৃষ্ণভাবনায় সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত, তাই তাঁরা সমস্ত জীবনের সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন। আর্যেরা অকারণে একটি গাছের ডালকে পর্যন্ত হত্যা করেন না, অতএব ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য গাছ কাটা তো দূরের কথা। বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে সর্বত্র ব্যাপকভাবে হত্যা হচ্ছে। মানুষেরা তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অকাতরে গাছপালা, পশুপক্ষী এবং অন্যান্য মানুষদেরও হত্যা করছে। এটি আর্য সভ্যতা নয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, *স্থিরচরসত্ত্বকদম্বেষু অপৃথগ্ধিয়ঃ* । *অপৃথগ্ধিয়ঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, আর্যেরা উচ্চতর এবং নিম্নতর জীবনের মধ্যে ভেদ দর্শন করেন না। সমস্ত জীবকেই রক্ষা করা উচিত। প্রতিটি জীবের বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে, এমন কি গাছপালারও। এটিই আর্য সভ্যতার মূল ভাবধারা। নিম্নস্তরের জীবদের বাদ দিয়ে, যাঁরা সভ্য মানুষের স্তরে এসেছেন, তাঁদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে বিভক্ত করা কর্তব্য। ব্রাহ্মণদের কর্তব্য ভগবদ্গীতা এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে ভগবান যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছেন, সেগুলি অনুসরণ করা। এই বর্ণবিভাগের ভিত্তি অবশ্যই গুণ এবং কর্ম হওয়া উচিত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের গুণাবলী অনুসারে এই বর্ণবিভাগ হওয়া কর্তব্য। এটিই আর্য সভ্যতা। কেন তাঁরা তা গ্রহণ করেন? তাঁরা তা গ্রহণ করেন কারণ তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানে অত্যন্ত আগ্রহী। এটিই হচ্ছে আদর্শ সভ্যতা।

আর্যেরা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ থেকে বিচলিত হন না অথবা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে কোন রকম সন্দেহ প্রকাশ করেন না; কিন্তু অনার্যেরা এবং আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা ভগবদ্গীতার এবং শ্রীমদ্ভাগবতের নির্দেশ পালন করতে পারে না। তার কারণ তারা অন্য জীবের জীবনের বিনিময়ে তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের শিক্ষা লাভ করেছে। *নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম*—তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য সব রকম নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়া। *যদ্ ইন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃণোতি*—তারা এইভাবে বিপথগামী হয় কারণ তারা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করতে চায়। তাদের অন্য কোন বৃত্তি বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। পূর্ববর্তী শ্লোকে তাদের এই প্রকার সভ্যতার নিন্দা করা হয়েছে। *কঃ ক্ষেমো নিজপরয়োঃ কিয়ান্ বার্থঃ স্বপরদ্রুহা ধর্মেণ*—"যে সভ্যতায় অন্যদের হত্যা করা হয়, সেই সভ্যতার কি প্রয়োজন?"

তাই এই শ্লোকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সকলেই যেন আর্য সভ্যতার অনুগামী হয়ে ভগবানের নির্দেশ পালন করেন। মানুষের কর্তব্য ভগবানের নির্দেশ অনুসারে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করা। আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আদর্শে একটি সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃতের অর্থ। তাই আমরা ভগবদ্গীতার জ্ঞান যথাযথভাবে উপস্থাপন করছি এবং সব রকম মনগড়া জল্পনা-কল্পনা ঝেঁটিয়ে বিদায় করছি। মূর্খ এবং পাষণ্ডেরা ভগবদ্গীতার মনগড়া অর্থ তৈরি করে। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু* —"সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর"—তার কদর্থ করে তারা বলে কৃষ্ণের শরণাগত হতে হবে না। এইভাবে তারা ভগবদ্গীতার মনগড়া অর্থ তৈরি করে। কিন্তু এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের নির্দেশ অনুসারে নিষ্ঠা সহকারে ভাগবত-ধর্ম পালন করছে। যারা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য ভগবদ্গীতার কদর্থ করে, তারা অনার্য। তাই সেই ধরনের মানুষদের দেওয়া ভগবদ্গীতার ভাষ্য তৎক্ষণাৎ বর্জন করা উচিত। ভগবদ্গীতার উপদেশ যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করা উচিত। ভগবদ্গীতায় (১২/৬-৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥

"হে পার্থ, যারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে, মৎপরায়ণ হয়ে অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা আমার উপাসনা ও ধ্যান করে, সেই সমস্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুময় সংসার-সাগর থেকে অচিরেই উদ্ধার করি।"

শ্লোক ৪৪

ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং
ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ ।
যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ
পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥ ৪৪ ॥

ন—না; হি—বস্তুতপক্ষে; ভগবন্—হে ভগবান; অঘটিতম্—যা কখনও ঘটেনি; ইদম্—এই; ত্বৎ—আপনার; দর্শনাৎ—দর্শনের দ্বারা; নৃণাম্—সমস্ত মানুষের; অখিল—সমস্ত; পাপ—পাপের; ক্ষয়ঃ—ক্ষয়; যৎ-নাম—যাঁর নাম; সকৃৎ—কেবল একবার মাত্র; শ্রবণাৎ—শ্রবণের ফলে; পুক্কশঃ—অত্যন্ত নিকৃষ্ট চণ্ডাল; অপি—ও; বিমুচ্যতে—মুক্ত হয়; সংসারাৎ—সংসার-বন্ধন থেকে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনার দর্শনে যে মানুষের অখিল পাপ নাশ হয়, তা অসম্ভব নয়। আপনার দর্শনের কি কথা, কেবল একবার মাত্র আপনার পবিত্র নাম শ্রবণ করলে, সব চাঁইতে নিকৃষ্ট চণ্ডাল পর্যন্ত জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়। অতএব, আপনাকে দর্শন করে কে না জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হবে?

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯/৫/১৬) বর্ণনা করা হয়েছে, *যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ*—কেবলমাত্র ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণের ফলে মানুষ তৎক্ষণাৎ নির্মল হয়ে যায়। অতএব এই কলিযুগে যখন সকলেই অত্যন্ত কলুষিত, তখন ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনই ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"কলহ এবং কপটতার এই যুগে উদ্ধার লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন। এ ছাড়া আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই।"(*বৃহন্নারদীয় পুরাণ*) আজ থেকে প্রায় পাঁচ শত বছর আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই নাম সংকীর্তন প্রবর্তন করেছেন এবং এখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যাদের সব চাইতে নিম্নস্তরের মানুষ বলে মনে করা হত, তারা ভগবানের এই পবিত্র নাম শ্রবণ করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হচ্ছে। পাপকর্মের পরিণাম সংসার। এই জড় জগতে সকলেই অত্যন্ত অধঃপতিত, তবু কারাগারে যেমন বিভিন্ন স্তরের কয়েদি রয়েছে, তেমনই এই জগতেও বিভিন্ন স্তরের মানুষ রয়েছে। জীবনের সমস্ত পরিস্থিতিতে, তারা সকলেই দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। এই সংসার-দুঃখ দূর করতে হলে, হরিনাম সংকীর্তনরূপ হরেকৃষ্ণ আন্দোলন বা কৃষ্ণভাবনাময় জীবন অবলম্বন করতে হবে।

এখানে বলা হয়েছে, *যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ*—ভগবানের পবিত্র নাম এতই শক্তিশালী যে, তা নিরপরাধে একবার মাত্র শ্রবণ করার ফলে, সব চাইতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষেরাও (*কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশাঃ*) পর্যন্ত পবিত্র হয়ে যায়। এই ধরনের মানুষদের, যাদের বলা হয় চণ্ডাল, তারা শূদ্রদের থেকেও অধম, কিন্তু তারাও পর্যন্ত ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ করার ফলে নির্মল হতে পারে, অতএব ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনের আর কি কথা। আমরা আমাদের বর্তমান স্থিতিতে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহরূপে ভগবানকে দর্শন করতে পারি। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ ভগবান থেকে অভিন্ন। যেহেতু আমরা আমাদের জড় চক্ষুর দ্বারা ভগবানকে দর্শন করতে পারি না, তাই ভগবান কৃপা করে নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যাতে আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারি। তাই মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে জড় পদার্থ বলে মনে করা উচিত নয়। শ্রীবিগ্রহকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে, ভোগ নিবেদন করে সেবা করার ফলে, বৈকুণ্ঠে সাক্ষাৎভাবে ভগবানের সেবা করার ফল লাভ করা যায়।

শ্লোক ৪৫

অথ ভগবন্ বয়মধুনা
ত্বদবলোকপরিমৃষ্টাশয়মলাঃ ।
সুরঋষিণা যৎ কথিতং
তাবকেন কথমন্যথা ভবতি ॥ ৪৫ ॥

অথ—অতএব; **ভগবন্**—হে ভগবান; **বয়ম্**—আমরা; **অধুনা**—এখন; **ত্বৎ-অবলোক**—আপনাকে দর্শনের দ্বারা; **পরিমৃষ্ট**—ধৌত হয়েছে; **আশয়-মলাঃ**—হৃদয়ের কলুষিত বাসনা; **সুর-ঋষিণা**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **যৎ**—যা; **কথিতম্**—উক্ত; **তাবকেন**—যিনি আপনার ভক্ত; **কথম্**—কিভাবে; **অন্যথা**—অন্যথা; **ভবতি**—হতে পারে।

অনুবাদ

অতএব, হে ভগবান, আপনাকে দর্শন করেই আমার অন্তরের সমস্ত পাপ এবং তার ফলস্বরূপ জড় আসক্তি ও কামবাসনা অপসারিত হয়েছে। আপনার ভক্ত দেবর্ষি নারদ যা বলেছিলেন তার কখনও অন্যথা হতে পারে না। অর্থাৎ তাঁর শিক্ষার ফলেই আমি আপনার দর্শন পেলাম।

তাৎপর্য

এটিই আদর্শ পন্থা। নারদ, ব্যাস, অসিত প্রমুখ মহাজনদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করা উচিত। তা হলে স্বচক্ষে ভগবানকে দর্শন করা যাবে। সেই জন্য কেবল শিক্ষার প্রয়োজন। অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নাম্নাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। জড় চক্ষুর দ্বারা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু আমরা যদি মহাজনদের উপদেশ অনুসারে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করি, তা হলে আমাদের পক্ষে তাঁকে দর্শন করা সম্ভব হবে। ভগবানকে দর্শন করা মাত্রই অন্তরের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়।

শ্লোক ৪৬

বিদিতমনন্ত সমস্তং
তব জগদাত্মনো জনৈরিহাচরিতম্ ।
বিজ্ঞাপ্যং পরমগুরোঃ
কিয়দিব সবিতুরিব খদ্যোতৈঃ ॥ ৪৬ ॥

বিদিতম্—সুবিদিত; **অনন্ত**—হে অনন্ত; **সমস্তম্**—সব কিছু; **তব**—আপনাকে; **জগৎ-আত্মনঃ**—যিনি সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **জনৈঃ**—জনসমূহ বা সমস্ত জীবের দ্বারা; **ইহ**—এই জড় জগতে; **আচরিতম্**—অনুষ্ঠিত; **বিজ্ঞাপ্যম্**—প্রকাশনীয়;

পরম-গুরোঃ—পরম গুরু ভগবানকে; **কিয়ৎ**—কতখানি; **ইব**—নিশ্চিতভাবে; **সবিতুঃ**—সূর্যকে; **ইব**—সদৃশ; **খদ্যোতঃ**—জোনাকির দ্বারা।

অনুবাদ

হে অনন্ত, এই সংসারে জীবেরা যা আচরণ করে তা আপনার সুবিদিত, কারণ আপনি পরমাত্মা। সূর্যের উপস্থিতিতে জোনাকি পোকা যেমন কিছুই প্রকাশ করতে পারে না, তেমনই, আপনি যেহেতু সব কিছুই জানেন, তাই আপনার উপস্থিতিতে আমার পক্ষে জানাবার মতো কিছুই নেই।

শ্লোক ৪৭

নমস্তুভ্যং ভগবতে
সকলজগৎস্থিতিলয়োদয়েশায় ।
দুরবসিতাত্মগতয়ে
কূযোগিনাং ভিদা পরমহংসায় ॥ ৪৭ ॥

নমঃ—নমস্কার; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **ভগবতে**—হে ভগবান; **সকল**—সমস্ত; **জগৎ**—জগতের; **স্থিতি**—পালন; **লয়**—বিনাশ; **উদয়**—এবং সৃষ্টির; **ঈশায়**—পরমেশ্বরকে; **দুরবসিত**—জানা অসম্ভব; **আত্ম-গতয়ে**—যাঁর স্বীয় স্থিতি; **কূযোগিনাম্**—যারা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আসক্ত; **ভিদা**—ভেদ ভাবের দ্বারা; **পরম-হংসায়**—পরম পবিত্রকে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কর্তা, কিন্তু যারা অত্যন্ত বিষয়াসক্ত এবং সর্বদা ভেদ দৃষ্টি সমন্বিত, আপনাকে দর্শন করার চক্ষু তাদের নেই। তারা আপনার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হতে পারে না, এবং তাই তারা মনে করে যে, এই জড় জগৎ আপনার ঐশ্বর্য থেকে স্বতন্ত্র। হে ভগবান, আপনি পরম পবিত্র এবং ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

নাস্তিকেরা মনে করে যে, জড় পদার্থের আকস্মিক সমন্বয়ের ফলে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, এবং ভগবান বলে কেউ নেই। জড়বাদী তথাকথিত বৈজ্ঞানিক এবং নাস্তিক দার্শনিকেরা সর্বদা সৃষ্টির ব্যাপারে ভগবানের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করতে

চায় না। তারা ঘোর জড়বাদী বলে তাদের কাছে ভগবানের সৃষ্টির তত্ত্ব জানা অসম্ভব। পরমেশ্বর ভগবান পরমহংস বা পরম পবিত্র, কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে যারা পাপী, এবং তাই গর্দভের মতো জড়-জাগতিক কার্যকলাপে সর্বদা ব্যস্ত থাকে, তারা সব চাইতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ। নাস্তিক মনোভাবের জন্য তাদের তথাকথিত সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। তাই তারা ভগবানকে জানতে পারে না।

শ্লোক ৪৮

যং বৈ শ্বসন্তমনু বিশ্বসৃজঃ শ্বসন্তি
যং চেকিতানমনু চিত্তয় উচ্চকন্তি ।
ভূমণ্ডলং সর্ষপায়তি যস্য মূর্ধ্নি
তস্মৈ নমো ভগবতেঽস্তু সহস্রমূর্ধ্নে ॥ ৪৮ ॥

যম্—যাঁকে; বৈ—বস্তুতপক্ষে; শ্বসন্তম্—প্রয়াস করে; অনু—পরে; বিশ্ব-সৃজঃ—জড় সৃষ্টির অধ্যক্ষগণ; শ্বসন্তি—চেষ্টা করেন; যম্—যাঁকে; চেকিতানম্—দর্শন করে; অনু—পরে; চিত্তয়ঃ—সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়; উচ্চকন্তি—উপলব্ধি করে; ভূমণ্ডলম্—বিশাল ব্রহ্মাণ্ড; সর্ষপায়তি—সর্ষপের মতো; যস্য—যাঁর; মূর্ধ্নি—মস্তকে; তস্মৈ—তাঁকে; নমঃ—নমস্কার; ভগবতে—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানকে; অস্তু—হোক; সহস্র-মূর্ধ্নে—সহস্র ফণাবিশিষ্ট।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি চেষ্টা যুক্ত হলে তারপর ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি জড় জগতের অন্যান্য অধ্যক্ষেরা তাঁদের নিজ নিজ কার্যে যুক্ত হয়। জড়া প্রকৃতিকে আপনি দর্শন করার পর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি অনুভব করতে শুরু করে। আপনার শিরোদেশে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সর্ষপের মতো বিরাজ করে। সেই সহস্রশীর্ষ ভগবান আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৪৯

শ্রীশুক উবাচ

সংস্তুতো ভগবানেবমনন্তস্তমভাষত ।
বিদ্যাধরপতিং প্রীতশ্চিত্রকেতুং কুরূদ্বহ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **সঙ্কর্ষিতঃ**—পূজিত হয়ে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **এবম্**—এইভাবে; **অনন্তঃ**—অনন্তদেব; **তম্**—তাঁকে; **অভাষত**—উত্তর দিয়েছিলেন; **বিদ্যাধর-পতিম্**—বিদ্যাধরদের রাজা; **প্রীতঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **চিত্রকেতুম্**—রাজা চিত্রকেতুকে; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ, বিদ্যাধরপতি চিত্রকেতুর স্তবে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে ভগবান অনন্তদেব তাঁকে বলেছিলেন।

শ্লোক ৫০

শ্রীভগবানুবাচ

যন্নারদাঙ্গিরোভ্যাং তে ব্যাহৃতং মেঽনুশাসনম্ ।
সংসিদ্ধোঽসি তয়া রাজন্ বিদ্যায়া দর্শনাচ্চ মে ॥ ৫০ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান সঙ্কর্ষণ উত্তর দিলেন; **যৎ**—যা; **নারদ-অঙ্গিরোভ্যাম্**—নারদ ও অঙ্গিরা ঋষিদ্বয়ের দ্বারা; **তে**—তোমাকে; **ব্যাহৃতম্**—বলেছো; **মে**—আমার; **অনুশাসনম্**—আরাধনা; **সংসিদ্ধঃ**—সর্বতোভাবে সিদ্ধ; **অসি**—হও; **তয়া**—তার দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন্; **বিদ্যায়া**—মন্ত্র; **দর্শনাৎ**—প্রত্যক্ষ দর্শনের ফলে; **চ**—ও; **মে**—আমার।

অনুবাদ

ভগবান অনন্তদেব বললেন—হে রাজন্, দেবর্ষি নারদ এবং অঙ্গিরা তোমাকে আমার সম্বন্ধে যে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়েছেন, সেই দিব্য জ্ঞানের ফলে এবং আমার দর্শন প্রভাবে তুমি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়েছ।

তাৎপর্য

ভগবানের অস্তিত্ব এবং কিভাবে তিনি জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার-কার্য সাধন করেন, সেই দিব্য জ্ঞান লাভের ফলেই মানব-জীবনের সিদ্ধি লাভ হয়। কেউ যখন পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি নারদ, অঙ্গিরা এবং তাঁদের পরম্পরায় সিদ্ধ মহাত্মাদের সঙ্গ প্রভাবে ভগবৎ-প্রেম লাভ করতে পারেন। তখন অনন্ত ভগবানকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করা যায়। ভগবান যদিও অনন্ত, তবু তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি তাঁর ভক্তের গোচরীভূত হন, এবং ভক্ত তখন তাঁকে

সাক্ষাৎভাবে দর্শন করতে পারেন। আমাদের বর্তমান বদ্ধ জীবনে আমরা ভগবানকে দর্শন করতে পারি না বা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

"শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা কেউই তার জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে না। কেবল যখন কেউ ভগবানের প্রেমময়ী সেবার দ্বারা চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন, তখন ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/২/২৩৪)। কেউ যদি নারদ মুনি এবং তাঁর প্রতিনিধির নির্দেশ অনুসারে আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ করেন এবং তাঁর সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি সাক্ষাৎভাবে ভগবানকে দর্শন করার যোগ্যতা অর্জন করেন। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৮) বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"ভক্তেরা প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত নয়নে সর্বদা যাঁকে দর্শন করেন, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। ভক্ত তাঁর হৃদয়ে ভগবানের শাশ্বত শ্যামসুন্দর স্বরূপে তাঁকে দর্শন করেন।" মানুষের কর্তব্য শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ পালন করা। তার ফলে যোগ্যতা অর্জন করে ভগবানকে দর্শন করা যায়, মহারাজ চিত্রকেতুর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা যা এখানে দেখতে পেয়েছি।

শ্লোক ৫১

অহং বৈ সর্বভূতানি ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ ।
শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ ॥ ৫১ ॥

অহম্—আমি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সর্ব-ভূতানি**—জীবাত্মাদের বিভিন্ন রূপে বিস্তার করে; **ভূত-আত্মা**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা (পরম পরিচালক এবং তাদের ভোক্তা); **ভূত-ভাবনঃ**—সমস্ত জীবের প্রকাশের কারণ; **শব্দ-ব্রহ্ম**—দিব্য শব্দ (হরেকৃষ্ণ মন্ত্র); **পরম্-ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **মম**—আমার; **উভে**—উভয় (যথা, শব্দব্রহ্ম এবং পরমব্রহ্ম); **শাশ্বতী**—নিত্য; **তনূ**—দুটি শরীর।

অনুবাদ

স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীব আমারই প্রকাশ, এবং তারা আমার থেকে ভিন্ন। আমিই সমস্ত জীবের পরমাত্মা, এবং আমি প্রকাশ করি বলে তাদের অস্তিত্ব রয়েছে। আমিই ওঁকার এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ররূপে শব্দব্রহ্ম, এবং আমিই পরমব্রহ্ম। আমার এই দুটি রূপ—যথা শব্দব্রহ্ম এবং বিগ্রহরূপে আমার সচ্চিদানন্দঘন তনু আমার শাশ্বত স্বরূপ; সেগুলি জড় নয়।

তাৎপর্য

নারদ এবং অঙ্গিরা চিত্রকেতুকে ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন। এখন, চিত্রকেতু তাঁর ভক্তির প্রভাবে ভগবানকে দর্শন করেছেন। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে ক্রমশ উন্নতি সাধন করে কেউ যখন ভগবৎ-প্রেম লাভ করেন (*প্রেমা পুমর্থো মহান্*), তখন তিনি সর্বক্ষণ ভগবানকে দর্শন করেন। ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে, *কেউ যখন শ্রীগুরুদেবের উপদেশ অনুসারে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন (তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্)*, তখন তাঁর ভক্তিতে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন। তখন অন্তরের অন্তস্থলে বিরাজমান ভগবান সেই ভক্তের সঙ্গে কথা বলেন (*দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে*)। মহারাজ চিত্রকেতুকে প্রথমে তাঁর গুরুদেব অঙ্গিরা এবং নারদ মুনি উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং এখন তাঁদের উপদেশ অনুসরণ করার ফলে তিনি প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করার স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই ভগবান এখন তাঁকে দিব্য জ্ঞানের সারমর্ম উপদেশ দিচ্ছেন।

জ্ঞানের সারমর্ম হচ্ছে যে দুই প্রকার বস্তু রয়েছে। একটি বাস্তব এবং অন্যটি মায়িক বা ক্ষণস্থায়ী হওয়ার ফলে অবাস্তব। এই দুটি অস্তিত্বই বোঝা উচিত। প্রকৃত তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১১) বলা হয়েছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক এবং অধিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীগণ তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা কথিত হন।" পরম সত্য এই তিনরূপে নিত্য বিরাজমান। অতএব ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান একত্রে বাস্তব বস্তু।

অবাস্তব বস্তুর দুটি ধারা—কর্ম এবং বিকর্ম। কর্ম বলতে সেই পুণ্যকর্ম বা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে অনুষ্ঠিত কর্ম, যা দিনের বেলা জাগ্রত অবস্থায় এবং রাত্রে স্বপ্নে অনুষ্ঠিত হয়। এগুলি অল্পাধিক বাঞ্ছিত কর্ম। কিন্তু বিকর্ম হচ্ছে মায়িক কার্যকলাপ, যা অনেকটা আকাশ-কুসুমের মতো। এই সমস্ত কার্যকলাপের কোন অর্থ নেই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা কল্পনা করছে যে, রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ের ফলে জীবনের উদ্ভব হয়েছে এবং তারা পৃথিবীর সর্বত্র তাদের গবেষণাগারে তা প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, যদিও ইতিহাসে জড় পদার্থ থেকে জীবন সৃষ্টি করার কোন নজির কখনও দেখা যায়নি। এই প্রকার কার্যকলাপকে বলা হয় বিকর্ম।

সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপই প্রকৃতপক্ষে মায়িক এবং মায়িক উন্নতি কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। এই সমস্ত মায়িক কার্যকলাপকে বলা হয় অকার্য, এবং ভগবানের উপদেশের মাধ্যমে তা জানা অবশ্য কর্তব্য। ভগবদ্গীতায় (৪/১৭) বলা হয়েছে—

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ॥

"কর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। তাই কর্ম, বিকর্ম এবং অকর্ম সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানা কর্তব্য।" ভগবানের কাছ থেকে তা জানা অবশ্য কর্তব্য, যিনি অনন্তদেব রূপে মহারাজ চিত্রকেতুকে এই উপদেশ দিচ্ছেন, কারণ নারদ এবং অঙ্গিরার উপদেশ অনুসরণ করে চিত্রকেতু ভগবদ্ভক্তির উন্নত স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

এখানে বলা হয়েছে *অহং বৈ সর্বভূতানি*—জীব এবং জড় পদার্থ সহ ভগবানই সব কিছু (*সর্ব-ভূতানি*)। ভগবদ্গীতায় (৭/৪-৫) ভগবান বলেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥

"ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই অষ্ট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত। হে মহাবাহো, এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য-স্বরূপা ও জীবভূতা, সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগৎকে ধারণ করে আছে।" জীব জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়, কিন্তু চিৎস্ফুলিঙ্গ জীব এবং জড়

পদার্থ উভয়ই ভগবানেরই শক্তির প্রকাশ। তাই ভগবান বলেছেন, *অহং বৈ সর্বভূতানি*—"আমিই সব কিছু।" তাপ এবং আলোক যেমন অগ্নি থেকে উদ্ভূত হয়, তেমনই এই দুটি শক্তি—জড় পদার্থ এবং জীব ভগবান থেকে উদ্ভূত। তাই ভগবান বলেছেন, *অহং বৈ সর্বভূতানি*—"আমিই জড় এবং চেতনরূপে নিজেকে বিস্তার করি।"

পুনরায়, ভগবান পরমাত্মারূপে জড়া প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধ জীবদের পরিচালিত করেন। তাই তাঁকে বলা হয়েছে ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ। তিনিই জীবনের বুদ্ধি প্রদান করেন, যার দ্বারা তারা তাদের পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে, আর তারা যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে না চায়, তা হলে ভগবান তাদের বুদ্ধি প্রদান করেন, যার দ্বারা তারা তাদের জড়-জাগতিক পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করতে পারে। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) ভগবান স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করি, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি আসে।" ভগবান জীবের অন্তরে তাকে বুদ্ধি প্রদান করেন, যার দ্বারা সে কর্ম করতে পারে। তাই পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ভগবান প্রচেষ্টা করার পর আমাদের প্রচেষ্টা শুরু হয়। আমরা স্বতন্ত্রভাবে প্রচেষ্টা করতে পারি না অথবা কার্য করতে পারি না। তাই ভগবান হচ্ছেন ভূতভাবনঃ।

এই শ্লোকে জ্ঞানের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে যে, শব্দব্রহ্মও ভগবানেরই একটি রূপ। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য আনন্দময় রূপকে পরমব্রহ্ম বলে স্বীকার করেছেন। জীব বদ্ধ অবস্থায় মায়াকে বাস্তব বস্তু বলে গ্রহণ করেছে। একে বলা হয় অবিদ্যা। তাই বৈদিক নির্দেশ অনুসারে মানুষের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্ত হওয়া এবং অবিদ্যা ও বিদ্যার পার্থক্য নিরূপণ করা, যা *ঈশোপনিষদে* বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে বিদ্যার স্তরে থাকেন, তখন তিনি শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, সংকর্ষণ ইত্যাদিরূপে ভগবানের সবিশেষ রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। বৈদিক জ্ঞানকে পরমেশ্বর ভগবানের নিঃশ্বাস বলে কল্পনা করা হয়েছে, এবং বৈদিক জ্ঞানের ভিত্তিতে কার্য শুরু হয়। তাই ভগবান বলেছেন যখন তিনি প্রশ্বাস করেন বা নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, এবং ক্রমশ বিভিন্ন কার্যকলাপের প্রকাশ হয়। ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন, *প্রণবঃ সর্ববেদেষু*—"আমি সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে ওঁকার। প্রণব বা ওঁকাররূপ দিব্য শব্দতরঙ্গ উচ্চারণের মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান শুরু হয়। সেই দিব্য শব্দতরঙ্গ হচ্ছে—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম**

হরে রাম রাম রাম হরে হরে। *অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ*—ভগবানের পবিত্র নাম এবং স্বয়ং ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শ্লোক ৫২

লোকে বিততমাত্মানং লোকং চাত্মনি সন্ততম্ ।
উভয়ং চ ময়া ব্যাপ্তং ময়ি চৈবোভয়ং কৃতম্ ॥ ৫২ ॥

লোকে—এই জড় জগতে; বিততম্—ব্যাপ্ত (জড় সুখভোগের আশায়); আত্মানম্—জীব; লোকম্—জড় জগৎ; চ—ও; আত্মনি—জীবে; সন্ততম্—ব্যাপ্ত; উভয়ম্—উভয় (জড় জগৎ এবং জীব); চ—এবং; ময়া—আমার দ্বারা; ব্যাপ্তম্—ব্যাপ্ত; ময়ি—আমাতে; চ—ও; এব—বস্তুতপক্ষে; উভয়ম্—উভয়ই; কৃতম্—রচিত।

অনুবাদ

বদ্ধ জীব এই জড় জগৎকে সুখভোগের সাধন বলে মনে করে এই জড় জগতে ভোক্তারূপে ব্যাপ্ত। তেমনই, জড় জগৎ জীবাত্মাতে ভোগ্যরূপে ব্যাপ্ত। কিন্তু যেহেতু তারা উভয়েই আমার শক্তি, তাই তারা আমার দ্বারা ব্যাপ্ত। পরমেশ্বররূপে আমি এই উভয় কার্যেরই কারণ। তাই জানা উচিত তারা উভয়েই আমাতে অবস্থিত।

তাৎপর্য

মায়াবাদীরা সব কিছুকেই ভগবান বা পরমব্রহ্মের সমান বলে মনে করে, এবং তাই তারা সব কিছুকেই পূজনীয় বলে দর্শন করে। তাদের এই ভয়ঙ্কর মতবাদটি সাধারণ মানুষকে নাস্তিকে পরিণত করেছে। এই মতবাদের বলে মানুষ নিজেদের ভগবান বলে মনে করে। কিন্তু তা সত্য নয়। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে (*ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা*), প্রকৃত সত্য হচ্ছে সমগ্র জগৎ ভগবানের শক্তির বিস্তার, যা জড় পদার্থ এবং চেতন জীবরূপে প্রকাশিত হয়। ভ্রান্তিবশত জীবেরা মনে করে যে, জড় উপাদানগুলি তার ভোগের সামগ্রী, এবং তার নিজেদের ভোক্তা বলে অভিমান করে। কিন্তু, তারা কেউই স্বতন্ত্র নয়; তারা উভয়েই ভগবানের শক্তি। জড়া প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতি উভয়েরই মূল কারণ হচ্ছেন ভগবান। যদিও ভগবানের শক্তি হচ্ছে মূল কারণ, কিন্তু তা বলে মনে করা উচিত নয় যে, ভগবান স্বয়ং বিভিন্নরূপে নিজেকে বিস্তার করেছেন। মায়াবাদীদের এই মতবাদকে বিচার

দিয়ে ভগবান স্পষ্টভাবে ভগবদ্গীতায় বলেছেন, মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ—"যদিও সমস্ত জীবেরা আমার মধ্যে স্থিত, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত নই।" সব কিছু তাঁকেই আশ্রয় করে বিরাজ করে এবং সব কিছুই তাঁর শক্তির বিস্তার, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সব কিছুই ভগবানের মতো পূজনীয়। জড় বিস্তার অনিত্য, কিন্তু ভগবান অনিত্য নন। জীবেরা ভগবানের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু তারা স্বয়ং ভগবান নয়। এই জড় জগতে জীবেরা অচিন্ত্য নয়, কিন্তু ভগবান অচিন্ত্য। ভগবানের শক্তি ভগবানের বিস্তার বলে ভগবানেরই সমতুল্য, এই মতবাদটি ভ্রান্ত।

শ্লোক ৫৩-৫৪

যথা সুষুপ্তঃ পুরুষো বিশ্বং পশ্যতি চাত্মনি ।
আত্মানমেকদেশস্থং মন্যতে স্বপ্ন উত্থিতঃ ॥ ৫৩ ॥
এবং জাগরণাদীনি জীবস্থানানি চাত্মনঃ ।
মায়ামাত্রাণি বিজ্ঞায় তদ্দ্রষ্টারং পরং স্মরেৎ ॥ ৫৪ ॥

যথা—যেমন; **সুষুপ্তঃ**—নিদ্রিত; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **পশ্যতি**—দর্শন করে; **চ**—ও; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **এক-দেশস্থম্**—এক স্থানে শায়িত; **মন্যতে**—মনে করে; **স্বপ্নে**—স্বপ্নাবস্থায়; **উত্থিতঃ**—জেগে উঠে; **এবম্**—এইভাবে; **জাগরণ-আদীনি**—জাগ্রত আদি অবস্থা; **জীব-স্থানানি**—জীবের অস্তিত্বের বিভিন্ন অবস্থা; **চ**—ও; **আত্মনঃ**—ভগবানের; **মায়া-মাত্রাণি**—মায়াশক্তির প্রদর্শন; **বিজ্ঞায়**—জেনে; **তৎ**—তাদের; **দ্রষ্টারম্**—এই প্রকার অবস্থার দ্রষ্টা বা দ্রষ্টা; **পরম্**—পরমেশ্বর; **স্মরেৎ**—সর্বদা স্মরণ করা উচিত।

অনুবাদ

কোন ব্যক্তি যখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হয়, তখন সে গিরি, নদী, এমন কি সমগ্র বিশ্ব দূরস্থ হলেও নিজের মধ্যে দর্শন করে, কিন্তু জেগে উঠলে দেখতে পায় যে, সে একটি মানুষরূপে তার শয্যায় এক স্থানে শায়িত রয়েছে। তখন সে নিজেকে কোন বিশেষ জাতি, পরিবার ইত্যাদির অন্তর্ভুক্তরূপে বিভিন্ন অবস্থায় দেখতে পায়। সুষুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগরণ—এই অবস্থাগুলি ভগবানেরই মায়া মাত্র। মানুষের সর্বদা মনে রাখা উচিত, এই সমস্ত অবস্থার আদি স্রষ্টা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হন না।

তাৎপর্য

সুষুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগরণ—জীবের এই অবস্থাগুলির কোনটিই বাস্তব নয়। সেগুলি কেবল বদ্ধ জীবনের বিভিন্ন অবস্থার প্রদর্শন মাত্র। অনেক দূরে বহু পর্বত, নদী, বৃক্ষ, ব্যাঘ্র, সর্প আদি থাকতে পারে, কিন্তু স্বপ্নে সেগুলিকে নিকটে কল্পনা করা হয়। তেমনই, মানুষ যেমন রাত্রে সূক্ষ্ম স্বপ্ন দেখে, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় সে জাতি, সমাজ, সম্পত্তি, গগনচুম্বী অট্টালিকা, ব্যাঙ্কের টাকা, পদ, সম্মান ইত্যাদি স্থূল স্বপ্নে মগ্ন থাকে। এইরূপ অবস্থায়, মানুষের মনে রাখা উচিত যে, তার এই স্থিতি হচ্ছে জড় জগতের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে। মানুষ বিভিন্ন জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত, যেগুলি মায়ার সৃষ্টি এবং যা ভগবানের পরিচালনায় কার্যরত হয়। তাই পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম কর্তা, এবং জীবদের সেই আদি কর্তা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ রাখা উচিত। জীবরূপে আমরা প্রকৃতির তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছি, যা ভগবানের নির্দেশনায় কার্য করে (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*)। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—*(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে', খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই।* আমাদের একমাত্র কর্তব্য এই মায়ার একমাত্র পরিচালক শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা। সেই জন্য শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, *হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্*—কেবল ভগবানের পবিত্র নাম ***হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে*** নিরন্তর কীর্তন করা কর্তব্য। পরমেশ্বর ভগবানকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান—এই তিনটি স্তরে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন চরম উপলব্ধি। যিনি ভগবানকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পেরেছেন, তিনিই হচ্ছেন আদর্শ মহাত্মা (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*)। মনুষ্য-জীবনে ভগবানকে জানা কর্তব্য, কারণ তা হলে অন্য সব কিছুই জানা হয়ে যাবে। *যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি*। এই বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, কেবল শ্রীকৃষ্ণকে জানার ফলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, প্রকৃতি, মায়াশক্তি, চিৎ-শক্তি এবং অন্য সব কিছু জানা হয়ে যায়। সব কিছুই প্রকাশিত হবে। জড়া প্রকৃতি ভগবানের নির্দেশনায় কার্য করে, এবং আমরা অর্থাৎ জীবেরা প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরে ভেসে চলেছি। অধ্যাত্ম উপলব্ধির জন্য সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা কর্তব্য। পদ্মপুরাণে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ*—সর্বদা ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করা কর্তব্য। *বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ*—আমাদের কখনও তাঁকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এটিই জীবনের পরম সিদ্ধি।

শ্লোক ৫৫

যেন প্রসুপ্তঃ পুরুষঃ স্বাপং বেদাত্মনস্তদা ।
সুখং চ নির্গুণং ব্রহ্ম তমাত্মানমবেহি মাম্ ॥ ৫৫ ॥

যেন—যাঁর দ্বারা (পরমব্রহ্ম); প্রসুপ্তঃ—নিদ্রিত; পুরুষঃ—ব্যক্তি; স্বাপম্—স্বপ্নের বিষয়ে; বেদ—জানে; আত্মনঃ—নিজের; তদা—তখন; সুখম্—সুখ; চ—ও; নির্গুণম্—জড় পরিবেশের সম্পর্ক-রহিত; ব্রহ্ম—পরম চেতনা; তম্—তাঁকে; আত্মানম্—সর্বব্যাপ্ত; অবেহি—জেনো; মাম্—আমাকে।

অনুবাদ

যে সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মার মাধ্যমে নিদ্রিত ব্যক্তি তার স্বপ্নাবস্থা এবং অতীন্দ্রিয় সুখ জানতে পারে, আমাকেই সেই পরমব্রহ্ম বলে জেনো। অর্থাৎ, আমিই সুপ্ত জীবাত্মার কার্যকলাপের কারণ।

তাৎপর্য

জীব যখন অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়, তখন সে ভগবানের বিভিন্ন অংশে আত্মারূপে তার শ্রেষ্ঠ স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। অতএব, ব্রহ্মের প্রভাবেই, সুপ্ত অবস্থাতেও জীব সুখ উপভোগ করতে পারে। ভগবান বলেছেন, "সেই ব্রহ্ম, সেই পরমাত্মা এবং সেই ভগবান আমিই।" শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর ক্রমসন্দর্ভ গ্রন্থে সেই কথা উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ৫৬

উভয়ং স্মরতঃ পুংসঃ প্রস্বাপপ্রতিবোধয়োঃ ।
অন্বেতি ব্যতিরিচ্যেত তজ্জ্ঞানং ব্রহ্ম তৎ পরম্ ॥ ৫৬ ॥

উভয়ম্—(নিদ্রিত এবং জাগ্রত) উভয় প্রকার চেতনা; স্মরতঃ—স্মরণ করে; পুংসঃ—পুরুষের; প্রস্বাপ—নিদ্রাকালীন চেতনার; প্রতিবোধয়োঃ—এবং জাগ্রত অবস্থার চেতনা; অন্বেতি—বিস্তৃত হয়; ব্যতিরিচ্যেত—অতিক্রম করতে পারে; তৎ—তা; জ্ঞানম্—জ্ঞান; ব্রহ্ম—পরমব্রহ্ম; তৎ—তা; পরম্—দিব্য।

অনুবাদ

নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয় যদি কেবল পরমাত্মাই দেখে থাকেন, তা হলে পরমাত্মা থেকে ভিন্ন জীবাত্মা কিভাবে সেই স্বপ্নের বিষয় স্মরণ রাখে? এক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা অন্য ব্যক্তি বুঝতে পারে না। অতএব জ্ঞাতা জীব, যে স্বপ্ন

এবং জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশিত ঘটনাবলী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, সে কার্য থেকে পৃথক। সেই জানই হচ্ছে ব্রহ্ম। অর্থাৎ, জানবার ক্ষমতা জীব এবং পরমাত্মা উভয়ের মধ্যে রয়েছে। অতএব জীবও স্বপ্ন এবং জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতে পারে। উভয় স্তরেই জ্ঞাতা অপরিবর্তিত, এবং গুণগতভাবে পরমব্রহ্মের সঙ্গে এক।

তাৎপর্য

জীবাত্মা গুণগতভাবে পরম ব্রহ্মের সঙ্গে এক কিন্তু আয়তনগতভাবে এক নয়, কারণ জীব পরমব্রহ্মের অংশ। যেহেতু জীব গুণগতভাবে ব্রহ্ম, তাই সে বিগত স্বপ্নের কার্যকলাপ স্মরণ করতে পারে এবং বর্তমান জাগ্রত অবস্থার কার্যকলাপ জানতে পারে।

শ্লোক ৫৭

যদেতদ্বিস্মৃতং পুংসো মত্ত্বাবং ভিন্নমাত্মনঃ ।
ততঃ সংসার এতস্য দেহাদ্দেহো মৃতের্মৃতিঃ ॥ ৫৭ ॥

যৎ—যা; **এতৎ**—এই; **বিস্মৃতম্**—ভুলে যায়; **পুংসঃ**—জীবের; **মত্ত্বাবম্**—আমার চিন্ময় স্থিতি; **ভিন্নম্**—ভিন্ন; **আত্মনঃ**—পরমাত্মা থেকে; **ততঃ**—তা থেকে; **সংসারঃ**—জড় বদ্ধ জীবন; **এতস্য**—জীবের; **দেহাৎ**—এক দেহ থেকে; **দেহঃ**—আর এক দেহ; **মৃতেঃ**—এক মৃত্যু থেকে; **মৃতিঃ**—আর এক মৃত্যু ।

অনুবাদ

জীবাত্মা যখন নিজেকে আমার থেকে ভিন্ন বলে মনে করে, সচ্চিদানন্দময় স্বরূপে সে যে আমার সঙ্গে গুণগতভাবে এক তা বিস্মৃত হয়, তখন তার জড়-জাগতিক সংসার-জীবন শুরু হয়। অর্থাৎ, আমার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার পরিবর্তে সে স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত ইত্যাদি দৈহিক সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। এইভাবে সে তার কর্মের প্রভাবে এক দেহ থেকে আর এক দেহে এবং এক মৃত্যু থেকে আর এক মৃত্যুতে পরিভ্রমণ করে।

তাৎপর্য

সাধারণত মায়াবাদী বা মায়াবাদ দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিরা নিজেদের ভগবান বলে মনে করে। সেটিই তাদের বদ্ধ জীবনের কারণ। সেই সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁর প্রেমবিবর্তে বলেছেন—

কৃষ্ণবহির্মুখ হঞা ভোগ-বাঞ্ছা করে ।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

জীব যখনই তার স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করে, তখন তার বদ্ধ জীবন শুরু হয়। জীব পরমব্রহ্মের সঙ্গে কেবল গুণগতভাবেই নয়, আয়তনগত ভাবেও যে এক, সেই ধারণাই বদ্ধ জীবনের কারণ। কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবান এবং জীবের পার্থক্য ভুলে যায়, তখন তার বদ্ধ জীবন শুরু হয়। বদ্ধ জীবন মানে এক দেহ ত্যাগ করে আর এক দেহ গ্রহণ করা এবং এক মৃত্যুর পর আর এক মৃত্যু বরণ করা। মায়াবাদীরা শিক্ষা দেয় তত্ত্বমসি, অর্থাৎ, "তুমিই ভগবান।" সে ভুলে যায় যে, তত্ত্বমসির তত্ত্ব সূর্যকিরণ সদৃশ জীবের তটস্থ অবস্থা সম্পর্কে প্রযোজ্য। সূর্যের তাপ এবং আলোক রয়েছে, এবং সূর্য-কিরণেরও তাপ এবং আলোক রয়েছে, সেই সূত্রে তারা গুণগতভাবে এক। কিন্তু ভুলে যাওয়া উচিত নয় সূর্যকিরণ সূর্যের উপর আশ্রিত। ভগবদ্গীতায় সেই সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন, *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*—"আমি ব্রহ্মের উৎস।" সূর্য-মণ্ডলের উপস্থিতির ফলে সূর্যকিরণের মাহাত্ম্য। এমন নয় যে সর্বব্যাপ্ত সূর্যকিরণের ফলে সূর্যমণ্ডল মহত্ত্বপূর্ণ হয়েছে। এই সত্তা-বিস্মৃতি এবং বিভ্রান্তিকে বলা হয় মায়া। জীব তার নিজের স্বরূপ এবং ভগবানের স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ার ফলে, মায়া বা সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই প্রসঙ্গে মধ্বাচার্য বলেছেন—

সর্বভিন্নং পরাত্মানং বিস্মরন্ সংসরেদিহ ।
অভিন্নং সংস্মরন্ যাতি তমো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

যে মনে করে, জীব সর্বতোভাবে ভগবান থেকে অভিন্ন, সে যে অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ৫৮

লব্ধ্বেহ মানুষীং যোনিং জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবাম্ ।
আত্মানং যো ন বুদ্ধ্যেত ন ক্বচিৎ ক্ষেমমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৮ ॥

লব্ধ্বা—লাভ করে; **ইহ**—এই জড় জগতে (বিশেষ করে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে); **মানুষীম্**—মনুষ্য; **যোনিম্**—যোনি; **জ্ঞান**—বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞান; **বিজ্ঞান**—এবং জীবনে সেই জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ; **সম্ভবাম্**—সম্ভাবনা; **আত্মানম্**—জীবের প্রকৃত স্বরূপ; **যঃ**—যে; **ন**—না; **বুদ্ধ্যেত**—বুঝতে পারে; **ন**—না; **ক্বচিৎ**—কখনও; **ক্ষেমম্**—জীবনে সাফল্য; **আপ্নুয়াৎ**—লাভ করতে পারে।

অনুবাদ

বৈদিক জ্ঞান এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা মানুষ সিদ্ধি লাভ করতে পারে। পুণ্য ভারত-ভূমিতে যারা মনুষ্যজন্ম লাভ করেছে, তাদের পক্ষে তা বিশেষভাবে সম্ভব। এই প্রকার অনুকূল অবস্থা লাভ করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না, সে স্বর্গলোকে উন্নীত হলেও পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

এই উক্তিটি *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (আদি ৯/৪১) প্রতিপন্ন হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

যাঁরা মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন, তাঁরা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে এবং জীবনে সেই জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। কেউ যখন সিদ্ধি লাভ করেন, তখন তিনি সমগ্র মানব-সমাজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য সেবাকার্য সম্পাদন করতে পারেন। এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার।

শ্লোক ৫৯

স্মৃত্বেহায়াং পরিক্লেশং ততঃ ফলবিপর্যয়ম্ ।
অভয়ং চাপ্যনীহায়াং সঙ্কল্পাদ্বিরমেৎ কবিঃ ॥ ৫৯ ॥

স্মৃত্বা—স্মরণ করে; **ঈহায়াম্**—কর্মফলের উদ্দেশ্যে কর্মক্ষেত্রে; **পরিক্লেশম্**—শক্তির ক্ষয় এবং দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা; **ততঃ**—তা থেকে; **ফল-বিপর্যয়ম্**—বাঞ্ছিত ফলের বিপরীত অবস্থা; **অভয়ম্**—অভয়; **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **অনীহায়াম্**—যখন কর্মফলের কোন বাসনা থাকে না; **সঙ্কল্পাৎ**—জড় বাসনা থেকে; **বিরমেৎ**—নিবৃত্ত হওয়া উচিত; **কবিঃ**—জ্ঞানীজন।

অনুবাদ

কর্মক্ষেত্রে সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে যে মহাক্লেশ প্রাপ্তি হয় সেই কথা মনে রেখে, এবং লৌকিক ও বৈদিক কাম্য কর্ম থেকে যে বিপরীত ফল লাভ

হয়, সেই কথা স্মরণ করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকাম কর্মের বাসনা পরিত্যাগ করবেন, কারণ এই প্রকার প্রচেষ্টার ফলে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি নিষ্কামভাবে কর্ম করেন, অর্থাৎ ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তিনি জড় জগতের সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের চরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। সেই কথা স্মরণ করে জ্ঞানীজন জড় বাসনা পরিত্যাগ করবেন।

শ্লোক ৬০

সুখায় দুঃখমোক্ষায় কুর্বাতে দম্পতী ক্রিয়াঃ ।
ততোঽনিবৃত্তিরপ্রাপ্তির্দুঃখস্য চ সুখস্য চ ॥ ৬০ ॥

সুখায়—সুখের জন্য; দুঃখ-মোক্ষায়—দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য; কুর্বাতে—অনুষ্ঠান করে; দম্পতী—পতি এবং পত্নী; ক্রিয়াঃ—কার্যকলাপ; ততঃ—তা থেকে; অনিবৃত্তিঃ—নিবৃত্তি হয় না; অপ্রাপ্তিঃ—লাভ হয় না; দুঃখস্য—দুঃখের; চ—ও; সুখস্য—সুখের; চ—ও।

অনুবাদ

পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই সুখ লাভ এবং দুঃখ নিবৃত্তির জন্য নানা প্রকার কর্ম করে, কিন্তু তাদের সেই সমস্ত কার্যকলাপ সকাম বলে তা থেকে কখনও সুখ প্রাপ্তি হয় না এবং দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। পক্ষান্তরে, সেগুলি মহা দুঃখেরই কারণ হয়।

শ্লোক ৬১-৬২

এবং বিপর্যয়ং বুদ্ধ্বা নৃণাং বিজ্ঞাভিমানিনাম্ ।
আত্মনশ্চ গতিং সূক্ষ্মাং স্থানত্রয়বিলক্ষণাম্ ॥ ৬১ ॥
দৃষ্টশ্রুতাভির্মাত্রাভির্নির্মুক্তঃ স্বেন তেজসা ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসন্তুপ্তো মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

এবম্—এইভাবে; বিপর্যয়ম্—বিপরীত; বুদ্ধ্বা—উপলব্ধি করে; নৃণাম্—মানুষদের; বিজ্ঞ-অভিমানিনাম্—যারা নিজেদের অত্যন্ত বিজ্ঞ বলে অভিমান করে; আত্মনঃ—

আত্মার; চ—ও; গতিম্—প্রগতি; সূক্ষ্মাম্—বোঝা অত্যন্ত কঠিন; স্থান-ত্রয়—জীবনের তিনটি অবস্থা (সুষুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগরণ); বিলক্ষণম্—তা ছাড়া; দৃষ্ট—প্রত্যক্ষ দর্শন; শ্রুতাভিঃ—অথবা মহাজনদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করার দ্বারা; মাত্রাভিঃ—বস্তুর থেকে; নির্মুক্তঃ—মুক্ত হয়ে; স্বেন—নিজে নিজে; তেজসা—বিবেকের বলে; জ্ঞান-বিজ্ঞান—জ্ঞান এবং জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা; সম্ভুষ্টঃ—সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে; মদ্ভক্তঃ—আমার ভক্ত; পুরুষঃ—পুরুষ; ভবেৎ—হওয়া উচিত।

অনুবাদ

মানুষের বোঝা উচিত যে, যারা তাদের জড়-জাগতিক অভিজ্ঞতার গর্বে গর্বিত হয়ে কর্ম করে, তাদের জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির অবস্থায় তাদের যে ধারণা তার বিপরীত ফল লাভ হয়। অধিকন্তু তাদের জানা উচিত যে, জড়বাদীর পক্ষে আত্মাকে জানা অত্যন্ত কঠিন, এবং তা এই সমস্ত অবস্থার অতীত। বিবেক বলে বর্তমান জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে সমস্ত ফলের আশা পরিত্যাগ করা উচিত। এইভাবে দিব্য জ্ঞান লাভ করে এবং উপলব্ধি করে আমার ভক্ত হওয়া উচিত।

শ্লোক ৬৩

এতাবানেব মনুজৈর্যোগনৈপুণ্যবুদ্ধিভিঃ ।
স্বার্থঃ সর্বাত্মনা জ্ঞেয়ো যৎ পরাত্মৈকদর্শনম্ ॥ ৬৩ ॥

এতাবান্—এতখানি; এব—বস্তুতপক্ষে; মনুজৈঃ—মানুষের দ্বারা; যোগ—ভক্তিযোগের মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পন্থার দ্বারা; নৈপুণ্য—নৈপুণ্য; বুদ্ধিভিঃ—বুদ্ধি সমন্বিত; স্ব-অর্থঃ—জীবনের চরম উদ্দেশ্য; সর্ব-আত্মনা—সর্বতোভাবে; জ্ঞেয়ঃ—জ্ঞেয়; যৎ—যা; পর—পরমেশ্বর ভগবানের; আত্ম—এবং আত্মার; এক—একত্ব; দর্শনম্—হৃদয়ঙ্গম করে।

অনুবাদ

যাঁরা জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করতে চান, তাঁদের কর্তব্য পূর্ণ এবং অংশরূপে গুণগতভাবে এক পরমেশ্বর ভগবান এবং জীবের তত্ত্ব ভালভাবে নিরীক্ষণ করা। সেটিই জীবনের পরম পুরুষার্থ, তার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোন পুরুষার্থ নেই।

শ্লোক ৬৪

ত্বমেতচ্ছ্রদ্দয়া রাজন্নপ্রমত্তো বচো মম ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ধারয়ন্নাশু সিধ্যসি ॥ ৬৪ ॥

ত্বম্—তুমি; এতৎ—এই; শ্রদ্দয়া—পরম শ্রদ্ধা সহকারে; রাজন্—হে রাজন্; অপ্রমত্তঃ—অন্য কোন সিদ্ধান্তের দ্বারা বিচলিত না হয়ে; বচঃ—উপদেশ; মম—আমার; জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্নঃ—জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত হয়ে; ধারয়ন্—গ্রহণ করে; আশু—অতি শীঘ্র; সিধ্যসি—তুমি সিদ্ধি লাভ করবে।

অনুবাদ

হে রাজন্, তুমি যদি জড় সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে আমার এই উপদেশ গ্রহণ কর, তা হলে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার পরম সিদ্ধি লাভ করবে।

শ্লোক ৬৫

শ্রীশুক উবাচ

আশ্বাস্য ভগবানিত্থং চিত্রকেতুং জগদ্গুরুঃ ।
পশ্যতস্তস্য বিশ্বাত্মা ততশ্চান্তর্দধে হরিঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; আশ্বাস্য—আশ্বাস প্রদান করে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; ইত্থম্—এইভাবে; চিত্রকেতুম্—রাজা চিত্রকেতুকে; জগৎ-গুরুঃ—পরম গুরু; পশ্যতঃ—সমক্ষে; তস্য—তাঁর; বিশ্বাত্মা—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা; ততঃ—সেখান থেকে; চ—ও; অন্তর্দধে—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; হরিঃ—ভগবান হরি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান জগদ্গুরু বিশ্বাত্মা সঙ্কর্ষণ এইভাবে চিত্রকেতুকে সিদ্ধি লাভের আশ্বাস প্রদান করে, তাঁর সমক্ষেই সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'ভগবানের সঙ্গে রাজা চিত্রকেতুর সাক্ষাৎকার' নামক ষোড়শ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।